RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

এক অন্য ভাবনার নজির ‘মোর পাগলী’

পৃষ্ঠা- ০৫

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৩ এপ্রিল - ১৬ এপ্রিল, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 07, Cooch Behar, Friday, 03 April- 16 April, 2026, Pages: 12, Rs. 3

দিনহাটায় পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: নির্বাচনের প্রাক্কালে দিনহাটায় একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি থেকে পাঁচটি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮১ নম্বর বুথের কাছে গত ২৮ মার্চ শনিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, ঐদিন বিকেল নাগাদ তিনজন অচেনা যুবককে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর তারা সেখান থেকে চলে গেলে এলাকাবাসীর সন্দেহ বাড়ে। এরপর একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির মধ্যে পলিথিনে মোড়া ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ব্যাগটি পরীক্ষা করতেই তার মধ্যে বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গেই দিনহাটা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের আগে এ ধরনের বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মেখলিগঞ্জেও বোমা উদ্ধার, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেখলিগঞ্জ: মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি এলাকায় বোমা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। শনিবার, ২৮ মার্চ ঘটনাটি ঘটে।

নির্বাচনের আবহে হঠাৎই ওই এলাকায় একটি বোমা পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে সিআইডির একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও, প্রাথমিক পর্যায়ে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ। এর ফলে স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়ে।

পরবর্তীতে বোম স্কোয়াড ঘটনাস্থলে এসে বোমাটি উদ্ধার করে এবং জলঢাকা নদীর চরে নিয়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে সেটি নিষ্ক্রিয় করে। এই প্রক্রিয়ার সময় নিরাপত্তার খাতিরে কেন্দ্রীয় বাহিনীও উপস্থিত ছিল। তবে এই ঘটনায় প্রশাসনের তরফে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। কীভাবে বোমাটি সেখানে এল এবং এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শীতলকুচিতে অভিষেক

দেবাশীষ চক্রবর্তী

শীতলকুচি: ১ এপ্রিল বুধবার কোচবিহারের শীতলকুচিতে নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে ভোটের মাধ্যমে জবাব দেওয়ার আহ্বান জানালেন। একইসঙ্গে তিনি দলের প্রার্থীর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেন।

সভা থেকে ২০২১ সালের শীতলকুচির ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, “নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালানো হয়েছিল। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের একটাও ভোট দেওয়া উচিত নয়।“ তিনি দাবি করেন এবারের নির্বাচন হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নির্বাচন এবং সাধারণ মানুষই গণতান্ত্রিকভাবে তার জবাব দেবে।

এদিন শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থীকে “মাটির মানুষ” বলে উল্লেখ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ওই প্রার্থী এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকেন। তিনি বলেন, “এই নির্বাচন শুধু একজন প্রার্থীকে জেতানোর লড়াই নয়, এটি উন্নয়ন ও মানুষের অধিকারের লড়াই।”

উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি নতুন হিমঘর তৈরির আশ্বাস দেন এবং কৃষকদের জন্য আরও সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলেন। পাশাপাশি সেতু, স্কুল ও ফায়ার স্টেশনসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেন।

সভা থেকে তৃণমূল প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জেতানোর আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, মানুষ যদি নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে এলাকায় বিজেপির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। জনসভায় ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি দেখে বড় জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী বলেও জানায় তিনি। তবে আসন্ন নির্বাচনে এই বার্তা কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই দেখার।

রীতি মেনে মদনমোহনের শুদ্ধিকরণ ও নৌকাবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরে পালিত হলো এক প্রাচীন ও ব্যতিক্রমী প্রথা। রাজ আমলের রীতি মেনে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেবতাকে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ ও শুদ্ধিকরণ করানোর পর সাড়ম্বরে তাঁকে নৌকাবিহার করানো হয়।

লোককথা ও প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, আগের দিন রাতে মদনমোহন দেব তাঁর তিন বন্ধু বাণেশ্বর শিব, ষণ্ডেশ্বর শিব এবং ডাঙ্গরাই মন্দিরের মদনমোহনের সঙ্গে মদন কামদেবের পুজো দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে আড্ডার ছলে নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং খাসির মাংস খেয়ে ফেলেন। পরে নিজের এই ‘ভুল’ বুঝতে পেরে দেবতা বিচলিত হয়ে পড়েন। শাস্ত্রীয় বিধান ও বন্ধুদের পরামর্শ মেনে এরপরই তাঁর শুদ্ধিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজকীয় নিয়ম মেনে প্রথমে পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি ভেজানো জল দিয়ে দেবতাকে স্নান করানো হয়। এরপর শুদ্ধ জল দিয়ে পুনরায় স্নান করিয়ে তাঁকে পবিত্র করা হয়। এই বিশেষ পর্ব শেষ হওয়ার পর কড়া পুলিশি পাহারায় এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে পালকিতে করে মদনমোহনকে সাগরদিঘির ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সুসজ্জিত নৌকায় চড়ে সখাদের সঙ্গে দিঘির বুকে ভ্রমণ করেন তিনি। কয়েকশো বছরের পুরনো এই অনন্য আচার দেখতে এদিন সাগরদিঘি চত্বরে অগণিত মানুষের ভিড় জমেছিল। স্থানীয়দের মতে, এই প্রথা কোচবিহারের সংস্কৃতি ও রাজকীয় ঐতিহ্যের এক বড় নিদর্শন।

আধ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি খুন

উত্তপ্ত পুণ্ডিবাড়ি থানার বোকালিরমঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুণ্ডিবাড়ি: কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থানার বোকালিরমঠ এলাকায় ৩১ মার্চ, মঙ্গলবার বিকেলে এক ভয়াবহ জোড়া খুনের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। মাত্র ১৫-২০ মিনিটের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া এই রক্তক্ষয়ী ঘটনায় প্রথমে এক স্থানীয় যুবককে গলা কেটে খুন করা হয় এবং পরে অভিযুক্ত যাযাবর তরুণ উত্তেজিত জনতার গণপিটুনিতে প্রাণ হারায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্থানীয় যুবকের নাম সুকুমার ভূঁইয়া। দীর্ঘ এক-দেড় মাস ধরে বোকালিরমঠ এলাকায় সুকুমারদেরই বাড়ির সামনের জমিতে তাঁবু খাটিয়ে থাকছিল এক যাযাবর পরিবার। ওই পরিবারের এক তরুণের সঙ্গে সুকুমারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মাঝেমধ্যেই তারা একসঙ্গে আড্ডা দিত। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ সুকুমার ওই তরুণের তাঁবুতে গিয়ে গল্প করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আড্ডার মাঝেই কোনও বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। ঝগড়া চলাকালীন হঠাৎই ওই যাযাবর তরুণ ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুকুমারের গলায় কোপ বসিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় সুকুমার মাটিতে লুটিয়ে পড়লে অভিযুক্ত তরুণ সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে।

সুকুমারের পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অভিযুক্ত তরুণটি পালিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের একটি খালি গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনতা তাকে ধরে ফেলে। উন্মত্ত জনতা তাকে লাঠিসোঁটা দিয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তরুণকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যাযাবর তরুণের সঠিক পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে, পাশাপাশি জনরোষের জেরে যাযাবরদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিং জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে এবং গণপিটুনির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করা হয়েছে। খুনের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাহিত্যের বটবৃক্ষ অর্ণব সেনের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বাংলা সাহিত্যজগতের অন্যতম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক অর্ণব সেন পরলোকগমন করেছেন। ৩০ মার্চ সোমবার সকাল ৭টা ২০ মিনিটে আলিপুরদুয়ারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ৮৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত ১২ দিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

অর্ণব সেন একাধারে ছিলেন শিক্ষক, গবেষক এবং লেখক। আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রাক্তনী ও জনপ্রিয় অধ্যাপক হিসেবেই তিনি খ্যাত ছিলেন। ডুয়ার্সের সমাজ, সংস্কৃতি ও চা-বাগান সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে অনেকে ‘জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া’ বলে অভিহিত করতেন। সহজ-সরল জীবনযাপন এবং ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সাইকেলে চড়ে পথ চলাই ছিল তাঁর চিরচেনা রূপ।

দীর্ঘ কয়েক দশকের সাহিত্যজীবনে তিনি প্রায় ২০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বই ও কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘ছোটগল্পের ভাষা সময়ের ভাষা ও আধুনিকতার নানা স্তর’, ‘শৈল ভাবনায় কথা সাহিত্যের কয়েকজন’, ‘কবিতার রহস্য অরণ্যে’, ‘চায়ের দেশের জলছবি’, ‘কথা সাহিত্যে উত্তরের হাওয়া’ ইত্যাদি। তিনি ‘কনিষ্ঠ’, ‘নতুন সীমান্ত’, ‘উত্তরের হাওয়া’ এবং ‘গল্প ইদানীং’ নামক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন। তিনি নিয়মিত আনন্দবাজার, যুগান্তর ও প্রবাসী পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন।

তাঁর মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর প্রয়াণে বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি বিশেষ অধ্যায়ের অবসান ঘটল। পরিবারে তিনি তাঁর কন্যা অর্পিতা এবং অগণিত গুণমুগ্ধকে রেখে গিয়েছেন।

কালিয়াচকে ধুন্ধুমার

সুপ্রিম কোর্টে শো-কজ রাজ্যের শীর্ষ কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদহের কালিয়াচক। ১ এপ্রিল, বুধবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভের জেরে কালিয়াচক-২ ব্লকের বিডিও অফিসে টানা আট ঘণ্টা আটকে থাকলেন ৭ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ ডিজি, মালদহের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে শো-কজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এমনকি, গোটা ঘটনার তদন্ত সিবিআই বা এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে করানোর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

অভিযোগ, মালদহের কালিয়াচক ১ ও ২ নম্বর ব্লক এবং ইংরেজবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এরই প্রতিবাদে বুধবার সকাল ১১টা থেকে মোথাবাড়ি এবং সুজাপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দাবি, কোনো ট্রাইব্যুনাল নয়, দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ফেরাতে হবে।

বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন ৭ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক। উত্তেজিত জনতা অফিস ঘিরে ফেললে তাঁরা ভেতরেই আটকে পড়েন। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পর গভীর রাতে জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে রাত ১২টা নাগাদ তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

আধিকারিকদের উদ্ধারের সময় পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। অভিযোগ উঠেছে যে, বিচারকদের কনভয় যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় এক আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কেও এর প্রভাবে প্রায় ১২ ঘণ্টা যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে থাকে।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, আগামী চার দিনের মধ্যে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় তোলার ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির পর সুজাপুর বিধানসভা এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

নিরাপত্তার কড়াকড়ি ও এনআইএ তদন্তের মাধ্যমে কালিয়াচক ঘটনার নেপথ্যে থাকা নাশকতামূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনই এখন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জ্বালানি ও ভোজ্য তেলের জোড়া মার, পকেটে টান

বিশেষ প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটতে না কাটতেই এবার সাধারণ মানুষের পকেটে টান দিচ্ছে ভোজ্য তেল। আন্তর্জাতিক অস্থিরতা আর যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বাজারে ভোজ্য তেলের দাম এখন আকাশছোঁয়া। গত কয়েক দিনে সর্ষের তেলের দাম পাইকারি বাজারে একলাফে অনেকটাই বেড়েছে। খুচরো বাজারে সর্ষের তেল এখন কেজিপ্রতি ১৮৫ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে সাদা তেল বা রাইস ব্র্যান অয়েলের অবস্থা আরও করুণ দাম বাড়ার পাশাপাশি বাজার থেকে তা কার্যত উধাও হয়ে পড়েছে।

বাজার বিশেষজ্ঞদের দাবি, আন্তর্জাতিক সংঘাতের আবহে জ্বালানি সংকটের যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে পরিবহণ ও উৎপাদন খরচে। পাইকারি বাজারে তেলের টিন প্রতি দাম ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। জোগান অনিয়মিত হওয়ায় খুচরো বিক্রেতারাও চরম বিপাকে পড়েছেন। এরই মাঝে একটি বেসরকারি সংস্থা পেট্রোলের দাম ৭.৪১ টাকা এবং ডিজেলের দাম রেকর্ড ২৫.০১ টাকা বাড়ানোয় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। নিরূপায় ক্রেতারা জানাচ্ছেন, গ্যাসের পর তেলের দাম এভাবে বাড়লে ডাল-সবজি সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটানো ছাড়া আর উপায় নেই। তবে এই ডামাডোলের মধ্যে বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে ডিমের বাজারে। ভিন রাজ্যে সরবরাহ কমে যাওয়ায় স্থানীয় বাজারে জোগান বেড়েছে, ফলে ডিমের দাম প্রতি পাতায় ১০-১৫ টাকা কমেছে। যদিও ভোজ্য তেলের এই অগ্নিমূল্যের বাজারে ডিমের সামান্য সস্তা হওয়া মধ্যবিত্তের উদ্বেগে খুব একটা প্রলেপ দিতে পারছে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোপে মাসিক বাজেটে এখন বড়সড় ধস নামার আশঙ্কায় দিন কাটছে সাধারণ মানুষের।

অপসারিত রাঘব চাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: আম আদমি পার্টি (আপ) তাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে রাজ্যসভায় দলের উপনেতা পদ থেকে তরুণ সাংসদ রাঘব চাড্ডাকে সরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই পদে থাকার পর চাড্ডার এই অপসারণ রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। দলীয় সূত্রে খবর, মূলত একটি সাংগঠনিক রদবদল এবং সংসদের কাজে গতি আনতেই এই সিদ্ধান্ত। রাঘব চাড্ডা দলের একনিষ্ঠ কর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে এই পদ থেকে সরানো হলো, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

তবে আগামী দিনে চাড্ডাকে আরও বড় কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে।

সম্প্রতি আম আদমি পার্টির ভেতরে বেশ কিছু প্রশাসনিক এবং কৌশলগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিশেষ করে দিল্লির আবগারি নীতি মামলা এবং দলীয় প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কারাবাসের পর থেকেই দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে নানা রদবদল দেখা দিয়েছে। রাজ্যসভায় দলের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে এবং অভিজ্ঞ নেতাদের সংসদীয় কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে ধারণা।

উত্তরবঙ্গে ভোট-রঙের রাজনীতি

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে দোরগোড়ায়। আর ভোট মানেই বাংলার গ্রামে-গঞ্জে সাজ সাজ রব। নীল আকাশের বুকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ, ধুলো ওড়ানো কনভয় আর রূপোলি পর্দার তারকাদের দেখার জন্য আমজনতার উপচে পড়া ভিড়। এই চেনা ছবিই এখন উত্তরবঙ্গের প্রতিটি কোণায়।

সোমবার, ৩০ এপ্রিল কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা থেকে শুরু করে নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ সবখানে ছিল এক হুলুস্থূল কাণ্ড। কারণ একটাই, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে এসেছিলেন টলিউড সুপারস্টার তথা সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)।

কোচবিহারের চান্দামারি থেকে মারুগঞ্জ, দেবের রোড শো দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ বাড়ির ছাদে, কেউ বা গাছের ডালে উঠে প্রিয় নায়ককে একবার

কাছ থেকে দেখার আশায় চাতক পাখির মতো বসেছিলেন। দেবও নিরাশ করেননি, আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, "মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াই বলে দিচ্ছে আমরা টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় ফিরতে চলেছি।"

তবে শুধু দেবই নন, ১ এপ্রিল বুধবার শীতলকুচির জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে তৃণমূলের তারুণ্যের তেজ এবং সুসংগঠিত প্রচার এখন বিরোধীদের কপালে ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট। অভিষেকের ভাষণ ছিল অনেক বেশি সংযমী ও কৌশলী। যেখানে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন, সেখানে অভিষেক নজর দিয়েছেন মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি গ্রাম বাংলার মহিলাদের মনে ভরসা জোগাতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই যে উপচে পড়া ভিড়, তা কি শেষ পর্যন্ত ইভিএম-এ দেখা যাবে?

গ্রামের মানুষের কথায় এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। কেউ বলছেন, ভোট এলে তারাদের দেখা পাই, কিন্তু অন্য সময় এঁরা কোথায় থাকেন? তারকাসুলভ এই উন্মাদনা সাময়িকভাবে মানুষকে আবেগপ্রবণ করলেও, বুথে গিয়ে কি ঘটবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে সংশয় রয়েই যায়।

এদিকে, তৃণমূলের এই তারকা-নির্ভর প্রচারের পাল্টা জবাব দিতে কোমর বেঁধে নামছে বিজেপিও। আগামী ৫ এপ্রিল কোচবিহার থেকেই বঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের ঢাকে কাঠি দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের নয়টি আসনের মধ্যে আটটিই ছিল বিজেপির দখলে। রাজবংশী, কোচ, মেচ ও রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আরএসএস-এর দীর্ঘদিনের জনসংযোগই ছিল বিজেপির মূল শক্তি। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ছবিটা বদলে যায়। কোচবিহার লোকসভা আসনটি তৃণমূলের হাতে চলে যায় এবং নিশীথ প্রামাণিক প্রায় ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত হন। সেই হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া বিজেপি। তারা এখন উন্নয়ন ও 'চার্জশিট'-কে নিজেদের অস্ত্র বানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর সেই লক্ষ্যেই এক বিশাল পদক্ষেপ। এছাড়াও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম থেকে তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বিজেপির ইশতেহার এখনও প্রকাশিত না হলেও, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ১৪ দফার

চার্জশিট প্রকাশ করে রণকৌশল স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিত শাহ।

ভোটের এই দামামার মধ্যেই কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকা ঘুরে গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাটিগাড়া সফর এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৃণমূল কর্মীদের মনোবল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মমতা জানেন, রাজবংশী ভোট এবং চা-বলয়ের মানুষের সমর্থন ছাড়া উত্তরবঙ্গ দখল করা কঠিন। তাই হেভিওয়েট নেতাদের পাশাপাশি তিনি নিজে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন।

বাংলার রাজনীতিতে 'তারকা' ও 'হেভিওয়েট' নেতাদের ভিড় নতুন কিছু নয়। কিন্তু ২০২৬-এর এই নির্বাচনে লড়াইটা অনেক বেশি সেয়ানে-সেয়ানে হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে তৃণমূলের দেব-অভিষেক ও মমতার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আবেদন, অন্যদিকে বিজেপির মোদী-ম্যাজিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাংগঠনিক শক্তি। গ্রামের সাধারণ মানুষ হেলিকপ্টার দেখে হাত নাড়ছেন ঠিকই, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় তাঁরা কি সেলিব্রিটি গ্ল্যামার দেখবেন, না কি প্রতিদিনের রুটি-রুজির লড়াই? উত্তরবঙ্গ এখন সেই বড় প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায়। আগামীর দিনগুলিতে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

পলাশবাড়িতে সংস্কৃতি মঞ্চের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

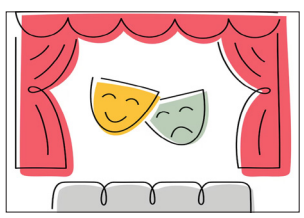

পলাশবাড়ি: ওটিটির দাপটেও পলাশবাড়িতে ফিকে হয়নি নাট্যপ্রেম; বরং নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাড়ছে অভিনয়ের উৎসাহ। কিন্তু বাধ সাধছে পরিকাঠামো। মহাসড়ক সম্প্রসারণের ফলে এলাকার একমাত্র মুক্তমঞ্চটি ভেঙে ফেলায় এখন স্কুলবাড়ি বা ভাড়া করা প্যান্ডেলে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে স্থানীয় নাট্যদলগুলোকে।

সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তাই এবার জোরালো হচ্ছে স্থায়ী 'সংস্কৃতি মঞ্চ' তৈরির দাবি। এই ইস্যুতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কংগ্রেস পরিকাঠামোর অভাবের জন্য বিজেপি বিধায়ককে দায়ী করছে, অন্যদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মঞ্চ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। 'ভাবনা নাট্যম'-এর মতো সংস্থার সদস্যরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ না হলে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

শান্তিপূর্ণ ভোটে কড়া নজর কোচবিহার প্রশাসনের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সক্রিয় কোচবিহার জেলা প্রশাসন। গত ২৭ মার্চ শুক্রবার জেলাশাসক দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্টত বার্তা দেন জেলাশাসক জিতিন যাদব।

তাঁর কথায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বিশেষ করে ছাপ্পা ভোট রুখতে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক।

প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলার বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় বাড়ানো হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ওই সব এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়াও নিয়মিত নজরদারি এবং রুট মার্চ চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। প্রত্যেক ভোটদাতা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দেন জেলাশাসক জিতিন যাদব।

নির্বাচনী প্রচারে বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ২৮ মার্চ শনিবার কোচবিহারের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস। প্রচারের উদ্দেশ্যে এলাকায় পৌঁছাতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে ধরে ক্ষোভ উগরে দেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত পাঁচ বছর কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে দায়িত্বে থাকা এই বিজেপি নেতৃত্বকে এলাকায় খুব একটা দেখা যায়নি। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি করেন তাঁরা। রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি সহ একাধিক মৌলিক সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

যদিও এবারের নির্বাচনে প্রার্থী বদল করেছে বিজেপি, তবুও পুরোনো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নতুন প্রার্থীর ওপর। বিক্ষোভকারীদের একাংশের অভিযোগ, ভোটের সময় এলেই ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়নের পরিবর্তে বিভাজনের রাজনীতি করেই ভোটে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও দাবি তাঁদের।

এদিকে, বিক্ষোভের সময় আরও একটি ইস্যু সামনে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সম্প্রতি প্রতিবাদে অংশ নেওয়া কয়েকশো মানুষের নাম এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ আরও বাড়ে এবং প্রার্থীকে সামনে পেয়ে সরাসরি জবাবদিহি চান বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও। বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে জানানো হবে। পাশাপাশি দলের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে এই বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে এবং এর পিছনে স্থানীয় কাউন্সিলর ও তৃণমূল কংগ্রেসের মদত রয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের দাবি, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ থেকেই এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর সঙ্গে দলের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

ফকিরটারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের দিনহাটা শহর সংলগ্ন ফকিরটারি এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি বাড়ি। ঘটনায় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাই হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ২৮ মার্চ শনিবার রাতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন বাড়ির মালিক কমল ঘোষ। সেই সময় বাড়িতে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। রবিবার ভোরে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে বাড়ি থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চিৎকার করে অন্যদের সতর্ক করেন এবং আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বাড়ির ভেতরে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ঘরের কাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাথমিকভাবে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করছেন দমকল কর্মীরা। ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উদয়নকে 'গুণ্ডা' বলে কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে দিনহাটায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। নির্বাচনী প্রচারে এসে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা উদয়ন গুহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। প্রকাশ্যে উদয়ন গুহকে 'গুণ্ডা' বলায় তীব্র উত্তেজনা ঘাসফুল শিবিরে।

গত ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের সমর্থনে দিনহাটায় রোড শো করতে আসেন সুকান্ত মজুমদার। কর্মসূচির সূচনায় তিনি ও প্রার্থী অজয় রায় শহরের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন। এরপর দিনহাটা শহরজুড়ে একটি বৃহৎ রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

রোড শো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার সরাসরি উদয়ন গুহকে নিশানা করে বলেন, "উদয়ন গুহ একজন গুণ্ডা।" পাশাপাশি তিনি দিনহাটার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও করেন।

অন্যদিকে, এই মন্তব্যের কড়া জবাব দেন উদয়ন গুহ। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "এরা শিক্ষিত কিন্তু ভদ্র মানুষ নয়।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

ভোটের প্রচার ঘিরে উত্তেজনা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

দিনহাটা: দিনহাটা ৭ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রচারকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, সম্প্রতি দিনহাটা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। সেই সময় একই এলাকায় নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহ-সভাপতি রানা বণিক। অভিযোগ,

সেই সময় অজয় রায় রানা বণিককে লক্ষ্য করে কটূক্তি করেন।

তৃণমূলের দাবি, এরপর প্রার্থীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উস্কে দেওয়া হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, জওয়ানরা অস্ত্র উঁচিয়ে রানা বণিকের দিকে এগিয়ে যায় এবং তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এই অভিযোগে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন গুহ জানান, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ও অডিও রেকর্ডিং ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিজেপি বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মহাবীর জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভক্তিভরে পালিত হল মহাবীর জয়ন্তী। গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার সকালে কোচবিহারের রাজপথে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়।শোভাযাত্রায় জৈন সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শহরের শ্রী জৈন মন্দির ও দিগম্বর জৈন মন্দিরের উদ্যোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় ধর্মীয় সঙ্গীত, ভক্তিমূলক নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

শোভাযাত্রার পর কোচবিহার জৈন মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নবনির্মিত 'শ্রী মল্লিনাথ হল' ও স্মারক ফলকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জৈন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ভক্তরা। ভগবান মহাবীরের আদর্শ ও বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই দিনের মূল উদ্দেশ্য বলে উদ্যোক্তাদের মত। জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিনভর বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রবচন পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে শহর।

হনুমান জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রবীন্দ্রনগর সেবা সংঘের আয়োজনে তাদের স্থায়ী মন্দিরে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হনুমান মূর্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে পালিত হলো হনুমান জয়ন্তী।

এই অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু হয় রাম নবমীর থেকে। মহাযজ্ঞ থেকে শুরু করে পুজো-আরতি সবটাই ভক্তিভরে হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার পুজো ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে এই পুজোর সমাপ্তি ঘোষণা হয়। এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ মন্দিরে এসে হনুমানজিকে দর্শন করে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভোটার তালিকা ইস্যুতে ৩০ মার্চ পথ অবরোধ দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশকে ঘিরে কোচবিহারের দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। গত ৩০ মার্চ সোমবার সকাল থেকেই বুড়িরহাট, নাজিরহাট, চৌধুরীহাট ও বামনহাট সহ একাধিক এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধে সামিল হন। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বসবাস করেও বহু মানুষের নাম নতুন সম্পূরক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁদের দাবি, বিচারাধীন ভোটারদের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই সমস্যার সমাধানে একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।

বিক্ষোভকারীরা জানান, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। এদিনের অবরোধের জেরে অফিসগামী মানুষ ও স্কুলপড়ুয়াদের ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এই বিতর্ক নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৩ এপ্রিল- ১৬ এপ্রিল, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

প্রাপ্তির সমীকরণ মেলানোর সুযোগ এখনই

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই বঙ্গ রাজনীতিতে সাজ সাজ রব। একদিকে যেমন প্রশাসনিক রদবদল, থানা থেকে ব্লক স্তরে আধিকারিকদের বদলি কিংবা নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। কিন্তু এই ডামাডোলের মাঝেও সীমান্তের জেলা কোচবিহারের প্রান্তিক জনপদে কান পাতলে শোনা যায় বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস। মেখলিগঞ্জ থেকে সিতাই, কিংবা নয়ারহাট থেকে দিনহাটা সবখানেই ছবিটা প্রায় এক। বছরের পর বছর যে মৌলিক পরিষেবাগুলো অধরা ছিল, ভোটের মুখে সেগুলোই এখন সাধারণ মানুষের কাছে প্রধান হাতিয়ার।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের কথাই ধরা যাক। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগেও সেখানে একটি এসএনসিইউ নেই। ফলে মুমূর্ষু সদ্যোজাতদের নিয়ে অসহায় পরিজনদের ছুটতে হয় জলপাইগুড়িতে। একই অবস্থা সিতাইয়ে। সেখানে উচ্চশিক্ষার প্রসারে একটি কলেজের দাবি দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে ব্যস্ত, তখন সিতাইয়ের পড়ুয়ারা কলেজের অভাবে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। আবার নয়ারহাট বাজারের সেতুর ওপর পথবাতির অভাব জননিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। অথচ প্রশাসনের উত্তর সেই এক 'নির্বাচন মিটলে দেখা হবে'।

ইতিহাস সাক্ষী, ভোটের ঠিক আগেই অনেক অসাধ্য সাধন হয়। সরকারি প্রকল্পের ফাইল থেকে ধুলো ঝাড়া হয়। তবে, সাধারণ মানুষ আজ সচেতন, তাঁরা জানেন, পাঁচ বছরের অবহেলা সুদে-আসলে মিটিয়ে নেওয়ার এটাই সেরা সুযোগ। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে উন্নয়নের প্রশ্ন তোলার জন্য এর চেয়ে বড় মঞ্চ আর হয় না। তাই ভোটের এই হট্টগোলের মধ্যে সাধারণ নাগরিককে আরও সোচ্চার হতে হবে। সেতুতে আলো, মহকুমা হাসপাতালে আধুনিক পরিষেবা কিংবা ঘরের পাশে উচ্চশিক্ষার অধিকার এগুলো কোনও করুণা নয়, নাগরিকের ন্যায্য পাওনা। জনপ্রতিনিধিরা যখন দ্বারে দ্বারে আসবেন, তখন তাঁদের কাছে শুধু প্রতিশ্রুতির আশ্বাস নয়, বরং কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা দাবি করার সময় একমাত্র এটাই।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক,
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

ভোটের প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা সাধারণ মানুষের পাওনার খাতা

দেবাশীষ চক্রবর্তী
কোচবিহার

ভোটের মরশুম এলেই বদলে যায় শহরের চেনা ছবি। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই শুরু হয় উন্নয়নের জোয়ার। কোথাও দ্রুত মেরামত হয় ভাঙাচোরা রাস্তা, কোথাও নতুন প্রকল্পের ঘোষণা, আবার কোথাও রাজনৈতিক নেতাদের ঘনঘন জনসংযোগ। নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক তৎপরতা চোখে পড়ার মতো বেড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ভোট শেষ হওয়ার পর সাধারণ মানুষের সমস্যার কতটা বাস্তব সমাধান হয়?

প্রতিটি নির্বাচনের আগে শাসক-বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই উন্নয়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিল্প গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা এবং শিক্ষার মান বাড়ানো এইসব প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে নির্বাচনী প্রচার। রাজনৈতিক মঞ্চে উন্নয়নের গালভরা ছবি তুলে ধরা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি অনেক সময় সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলে না। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে উঠে এসেছে একাধিক সমস্যা ও ক্ষোভের চিত্র।

দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার শহর কিংবা গ্রামীণ এলাকা সব জায়গাতেই মানুষের অভিজ্ঞতা প্রায় একই। অনেকের বক্তব্য, ভোটের আগে জনপ্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন, সমস্যার কথা শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট মিটতেই সেই যোগাযোগ অনেকাংশেই ফিকে হয়ে যায়।

বিশেষ করে বেকারত্ব আজও অন্যতম বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুব সমাজের একটি বড় অংশ উপযুক্ত কাজের অভাবে ভুগছে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও বহু জায়গায় পরিকাঠামোর অভাব স্পষ্ট। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও আধুনিক সরঞ্জামের ঘাটতির অভিযোগও রয়েছে। অন্যদিকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সংকটে ফেলছে।

তবে এই ছবি সম্পূর্ণ হতাশারও নয়। একাধিক সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু মানুষ প্রকৃতপক্ষেই উপকৃত হচ্ছেন। রেশন ব্যবস্থা, আবাসন প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ অনেক পরিবারকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছে। ফলে উন্নয়নের কিছু ইতিবাচক দিকও অস্বীকার করা যায় না।

তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় এই উন্নয়ন কি সমভাবে সব মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উন্নয়নের সুফল নির্দিষ্ট কিছু গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, ফলে বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গণতন্ত্রে ভোট শুধুমাত্র একদিনের ঘটনা নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ভোট দিয়েই নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং সেখান থেকেই শুরু হয় প্রকৃত ভূমিকা। প্রশাসনের কাছে জবাবদিহি চাওয়া, প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং সচেতনভাবে মতামত প্রকাশ করাই পারে বাস্তব পরিবর্তন আনতে।

ভোট আসে, ভোট যায় এই চক্র চলতেই থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে স্থায়ী সুরাহা কতটা হচ্ছে, সেই উত্তর আজও অধরা। নির্বাচনের উত্তাপের মধ্যেই তাই আবারও সেই পুরনো প্রশ্নটিই বড় হয়ে উঠছে 'প্রতিশ্রুতির রাজনীতির বাইরে বাস্তব উন্নয়নের মুখ কবে দেখবে সাধারণ মানুষ?'

বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য

সৌভিক দাস, হুগলি,
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ব রাজনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে প্রায় সব বড় সিদ্ধান্তই কোনও না কোনওভাবে আমেরিকার অবস্থানের ওপর নির্ভর করত। এই সময়কে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'একমেরু ব্যবস্থা' বলা হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সংঘাত ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন দেখলে মনে হয় সেই অবস্থা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে এবং বিশ্ব একটি 'বহুমেরু ব্যবস্থার' দিকে এগোচ্ছে, যেখানে একাধিক শক্তিশালী দেশ সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এই পরিবর্তনের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা, হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে সামরিক প্রস্তুতি এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া আমেরিকা ও ইসরায়েলের অবস্থান বিশ্ব রাজনীতিকে আবারও অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এখন চীন ও রাশিয়ার মতো শক্তিধর দেশগুলো প্রকাশ্যেই ভিন্ন মত পোষণ করছে এবং কূটনৈতিকভাবে পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। ফলে বর্তমান সময়ে আঞ্চলিক সংঘাতও এখন আর এক দেশের নিয়ন্ত্রণে থাকছে না; বরং তা বহুপাক্ষিক শক্তির লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে।

একই ছবি ফুটে উঠেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেও। পশ্চিমী জোটের সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় এটি পরিষ্কার যে, বর্তমান বিশ্বে একক শক্তির প্রভাব আগের মতো কার্যকর নয়। রাশিয়ার পাশাপাশি চীন ও আরও কয়েকটি দেশ পরোক্ষভাবে এমন একটি ভারসাম্য তৈরি করছে, যার ফলে কোনো পক্ষই সহজে সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসছে।

অন্যদিকে, এই পরিবর্তন ব্রিকসের মতো জোটের গুরুত্ব বাড়ানোর দিকে ইঙ্গিত দেয়। ডলার-নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প সন্ধান করা, আঞ্চলিক মুদ্রায় বাণিজ্যের কথা বলা কিংবা পশ্চিমী নেতৃত্বাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে নতুন কাঠামো তৈরির আলোচনা—এসবই দেখায় যে, একাধিক দেশ বর্তমান প্রভাব-বলয়ের বাইরে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে তৎপর।

তবে বহুমেরু বিশ্ব মানেই যে স্থিতিশীল বিশ্ব, এমনটা সর্বতোভাবে সঠিক নয়। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই একাধিক শক্তি একত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, তখন সংঘাতের সম্ভাবনাও বাড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও পৃথিবী ছিল বহুমেরু এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এশিয়া-পশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাড়তে থাকা সামরিক প্রতিযোগিতা সেই পুরোনো আশঙ্কাকেই নতুন করে সামনে আনছে।

বর্তমানে ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একদিকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখছে, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা—দুই ধরনের সম্পর্কই ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এই ভারসাম্য রক্ষার নীতি ভারতকে একটি সম্ভাব্য 'মধ্যম শক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে, যা ভবিষ্যতের বহুমেরু বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক কিংবা আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমী শক্তির প্রভাবাধীন বলে সমালোচিত হয়েছে। ফলে অনেক দেশ এখন বিকল্প কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলছে, যা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলছে। তবে এই পরিবর্তন যতই ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিক, নতুন ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতের বিশ্ব পুরোপুরি একমেরু বা সম্পূর্ণ বহুমেরু—কোনওটিই হবে না; বরং এটি একটি জটিল শক্তির ভারসাম্যের ব্যবস্থায় পরিণত হবে, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রভাব বিস্তার করবে। এই বাস্তবতায় ছোট ও মাঝারি শক্তির দেশগুলোর জন্য কূটনৈতিক দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক শক্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সুতরাং, বর্তমান সংঘাতগুলোকে শুধু সাময়িক উত্তেজনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। কারণ এগুলো এমন এক পরিবর্তনের লক্ষণ, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামোকেই নতুনভাবে গড়ে তুলছে। ভবিষ্যতের বিশ্ব হয়তো আরও প্রতিযোগিতামূলক, আরও অনিশ্চিত, কিন্তু একই সঙ্গে আরও বহুমাত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে চলেছে। এই পরিবর্তনের মধ্যেই গড়ে উঠছে নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি। বিশ্ব রাজনীতি এখন এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা শক্তিশালী হলেও এখন আর একমাত্র শক্তি নয়। রাশিয়া, চীন ও ভারতসহ আরও কয়েকটি দেশের উত্থান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে বহুমেরু করে তুলেছে। বর্তমান পরিস্থিতি শুধু কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘাত নয়; বরং এটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনার ইঙ্গিত।

কবিতা

সত্যিই পাশে চাও?

সায়ন্তন ধর

একটা কথা প্রায়ই কানে আসে— "পাশে থেকো।"
অভ্যাসের মতো উচ্চারিত, বাতাসে ভেসে যাওয়া দু'টি শব্দ।
কিন্তু এই শব্দের ভেতরে কতটা ইচ্ছে, কতটা আন্তরিকতা—
সেই হিসেবটা কেউ কষে দেখে না।

পাশে থাকা কি শুধু বাক্যে সীমাবদ্ধ?
নাকি পাশে থাকা মানে তপ্ত দুপুরে
একটু ছায়া হয়ে দাঁড়ানো,
ভিড়ের মাঝখানে নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া?

তুমি যদি সত্যিই আমাকে পাশে চাও,
তাহলে শুধু ডাক দিও না— কাছে এসো।
দূরত্ব রেখে পাশে থাকার অভিনয় বড়ই কষ্টকর।
কারণ দূরত্ব যতই কম বলো না কেন,
অনুপস্থিতি সেখানে ঠিকই বাসা বাঁধে।

আমাকে তোমার পাশে চাইলে
তোমাকেও তো পাশে থাকতে হবে—
আমার হাঁটার তালে,
আমার থেমে যাওয়ার মুহূর্তে,
আমার ভেঙে পড়ার অঘোষিত সংকেতে।

পাশে থাকা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়,
এটা উপস্থিতির দায়।
কাছে এসে দাঁড়ানোর সাহস,
নীরবে বোঝার চেষ্টা,
আর প্রয়োজনে একটুখানি নিজেকে সরিয়ে দিয়ে
অন্যজনকে জায়গা করে দেওয়া।

তাই "পাশে থেকো" বলার আগে
একবার ভেবে নিও—
তুমি কি সত্যিই কাছে আসতে পারবে?
নাকি শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে
নিজের দায়িত্বটুকু দূরে সরিয়ে রাখতে চাও?

মাটির ডাকে

সুমির রং

যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে সবাই ঘরে ফিরেছে,
শুধু আমার আকাশটা ফিরতে ভুলে গেছে।
বুকের ভেতর এক টুকরো মাঠ পড়ে আছে-
যেখানে এখনও কেউ নামে না।
বাতাস এলে মনে হয়
তোমার ভাঙা নামগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে।
মানুষ বলে সময় সব সেলাই করে দেয়,
কিন্তু এই ক্ষতটা যেন কথা বলতে জানে না।
আমি আর কাঁদি না, শুধু শুনি-
রাত নামলে মাটি ধীরে ধীরে ডাকে।
কারও কিছু বোঝে না,
শুধু আমি জানি- যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি

ছায়ানীড়ের নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: কোচবিহার ছায়ানীড়ের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় গত ২৫ মার্চ বুধবার স্থানীয় সুরুচি কলা কেন্দ্রে হয়ে গেল 'কোচবিহার ছায়ানীড় নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব ২০২৫'।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন কোচবিহার জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশীষ চৌধুরী, কোচবিহার সম্মিলিত নাট্য কর্মী মঞ্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ পাল, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব নির্মল কুমার দে এবং সুরুচি কলা কেন্দ্রের পক্ষে সংস্কৃতিপ্রেমী জয়া দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন কোচবিহার ছায়ানীড়ের সম্পাদক স্বাগত পাল।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রথমে মঞ্চস্থ হয় কোচবিহার ছায়ানীড় প্রযোজিত বিনয় হালদার রচিত এবং স্বাগত পাল নির্দেশিত শিশু নাটক 'আবার গল্প হলেও সত্যি'। এরপর মঞ্চস্থ হয় আয়োজক সংস্থার নতুন প্রযোজনা 'ভাইরাস', রচনা ও নির্দেশনায় সুভাষ কর্মকার এবং স্বাগত পাল। প্রযোজিত হয় কোচবিহার বর্ণনা'র কনক দত্ত রচিত নাটক 'ঋণ শোধ', নির্দেশনায় ছিলেন বিদ্যুৎ পাল। এদিনের পরিবেশিত শ্রুতিনাটক 'কনসালটেন্ট ভিখিরি' বিশেষভাবে দর্শকদের নজর কাড়ে। রচনা,নির্দেশনা ও পরিবেশনায় নিরূপ মিত্র, নির্মল কুমার দে এবং সংশপ্তক, কোচবিহার। সবশেষে আয়োজক সংস্থা পরিবেশন করে মূকাভিনয় 'মাতাল' ও 'একতা'। নির্দেশনায় স্বাগত পাল। নাটকের পাশাপাশি এদিন সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন নিরঞ্জন মুখার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রয়াত অভিনেতা

বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৪২) অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া। সোমবার, ৩০ মার্চ দুপুরে তমলুক হাসপাতালে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাঁর মরদেহ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে শোকাতুর পরিজন ও বন্ধুরা। সোমবার আড়াইটে নাগাদ অভিনেতার বিজয়গড়ের বাড়িতে দেহ পৌঁছায়। সেখানে 'ভোলা বসু ভবন'-এ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাহুলের শেষ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন সৌরভ পালোধি, শতরূপ ঘোষসহ আরও অনেকে।

ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। চিকিৎসকদের মতে, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার। দীর্ঘক্ষণ (প্রায় এক ঘণ্টা) জলের তলায় তলিয়ে থাকায় তাঁর ফুসফুস ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল এবং ফুসফুস, শ্বাসনালি ও পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে বালি ও নোনা জল পাওয়া গিয়েছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরবর্তীতে ভিসেরা পরীক্ষা করা হবে।

তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিংয়ের ক্যামেরা ফুটেজ। ২৯ মার্চ দিঘার তালসারিতে শুটিং শেষে সমুদ্রে নেমে তলিয়ে যান তিনি। শুটিং চলাকালীন ক্যামেরায় রাহুলের শেষ মুহূর্তের কোনো দৃশ্য ধরা পড়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিনোদন জগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুড়ি টাকা

গল্প

প্রশান্ত মণ্ডল

স্টেশন চত্বরে বসে রয়েছি, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। স্টেশন থেকে খানিকটা দূরেই, হোটেল-সারির সামনে একটি বন্ধ দোকানের বেঞ্চে, একা। একটি খাবারের দোকান রঙে-হরফে সাজিয়ে তোলার কারণেই আমার ডাক। কিন্তু সেই দোকানের মালিক তখনও এসে পৌঁছোয়নি। অগত্যাক মুঠোফোন ঘাঁটছি বসে। এরই মধ্যে দুটো চা আর সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল আমার।

তখন থেকে লক্ষ্য করছি, একটি দশ-বারো বৎসরের ছেলে জলের বোতল নিয়ে প্রায় সাত-আটবার যাওয়া-আসা করে ফেলল সে-রাস্তা ধরে। মাঝে মাঝে অটো-স্ট্যারন্ডের দিকে গিয়ে ফিরে আসছে আবার। ময়লা দেহ আর কাপড়ের রং প্রায় এক হয়ে গিয়েছে পুরোটা। কোথাও ছেঁড়া জায়গায় একটুখানি পরিস্কার গতর চোখে পড়ে। উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল আর চোখেমুখে কালির দাগে তার প্রকৃত চেহারা ঢেকে গিয়েছে প্রায়। বেশ কয়েকবার আমাকেও জ্বালাতন করে ফিরে গিয়েছে সে। তার ঝুড়িতে দশ আর কুড়ি টাকার বোতল। হয়তো তার বাইরের এই দেহাবরণের জন্য।ই সকাল থেকে একটিও বিক্রি হয়নি জল!

মনে হল একবার খোঁজ নিয়ে দেখি দোকানের মালিকের, কদ্দূর কি খবর! ঠিক তখনই তার কল, 'হ্যা লো! হ্যাঁ আর কতক্ষণ! বসে বসে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি..'

-'আরে...একটা ফ্যা সাদে পড়ে গিয়েছি। মোটামুটি ঘন্টাখানেক লাগবে আরও। তুমি কি একটু ঘুরে আসবে একবার! নয়তো আর একটুখানি অপেক্ষা করো!'

-'আবার ঘুরে আসব? ঝামেলা! আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি আমি। তুমি অন্তত এক ঘন্টার মধ্যেরই আসার চেষ্টা করো তবে।'

-'আচ্ছা।' কল কেটে দিলাম আমি।

মুখ ফেরাতেই দেখি, ছেলেটি আবার এসে হাজির।

-'কি রে তুই আবার....!'

-'একটি বোতল নিন না দাদা, প্লিজ! আমার মায়ের ডেলিভারি আজকে।'

বুকটা কেমন ছ্যা ৎ করে উঠল শুনে। ছেলেটি বাঙালি নয় অবশ্যর। কিন্তু পরিস্কার বাংলা বলতে পারে। আটকায় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডেলিভারি মানে! তোর বাবা কোথায়? আর এই ক'টা জল বেচে ক'টাকা নিয়ে ফিরবি বাড়িতে?'

-'বাবা তো নেই!' বলেই হঠাৎ অঝোরে কেঁদে উঠল সে। আমি আর বিশেষ কিছু বললাম না। সান্ত্বনা দিলাম। অবশেষে জানাল, তার মা কোনো এক কাকিমার বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে এমতাবস্থায়। সে বেশ কিছু টাকা জড়ো করেছে। আর মাত্র কুড়ি টাকা হলেই নাকি তার একটি কোঠা পূর্ণ হয়! তাই-ই সকাল থেকে হয়ে উঠছে না। এদিকে পেট পড়ে রয়েছে গর্তে। তার খবর হয়তো সে নিজেও জানে না ক'দিন....!

প্রেমের ভুবনে এক অন্য ভাবনার নজির 'মোর পাগলী'

কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচনায় পার্থ নিয়োগী

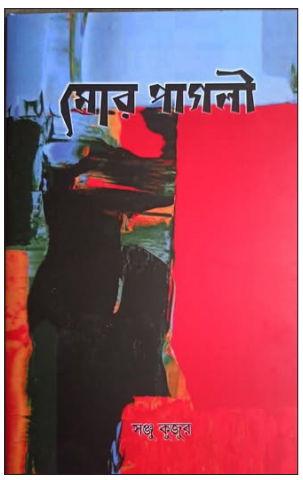

ডুয়ার্সের ছেলে সঞ্জু কুজুর। পেশায় বনরক্ষী। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গের সাদরি ও বাংলা ভাষার একজন জনপ্রিয় কবি তিনি। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ তথা সাদরি ভাষার প্রথম রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ 'মোর পাগলী'। স্বাভাবিকভাবেই পাঠক মহলে তুমুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে। অনিরুদ্ধের করা বইয়ের প্রচ্ছদটি এক কথায় অসাধারণ। বিখ্যাত সাদরি ভাষার কবি নেহেরু ওঁরাও বইটির ভূমিকা লিখেছেন। কবি সঞ্জু কুজুর লিখেছেন, বিখ্যাত বাংলা ভাষার কবি জয় গোস্বামীর 'পাগলী' কবিতাটি তাঁর মধ্যে এক অদ্ভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর সেখান থেকেই তাঁর সাদরি ভাষার এই প্রথম রোমান্টিক কবিতার কাব্যগ্রন্থ 'মোর পাগলী' রচনার সূত্রপাত। কবি তাঁর প্রেমিকার সাথে কোনও বিলাসিতার মাধ্যমে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখেননি। প্রকৃতির মাঝে গাছ-পশু-পাখি আর সাধারণ ঘরে সুখে দিন কাটাবার স্বপ্নই ফুটে উঠেছে তাঁর প্রথম কবিতা 'তোর সাঙ্গ জীন্দাগি বিতাবু'-তে।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের কবি তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরতে যেতে চেয়েছেন পুরুলিয়ার টুসু উৎসবে। আর এই পুরুলিয়া ঘুরতে যাবার মধ্যেই তিনি সুন্দর ছন্দে লিখেছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর 'ঘুরতে যাবু পুরুলিয়া' কবিতায়। তীর-ধনুক নিয়ে আদিবাসী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথার মধ্যেও এসেছে কবির কলমে রোমান্টিকতা। কবি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রামী জীবনের ছবি অসাধারণ লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন রোমান্টিকতার দৃশ্যপট। আর এখান থেকেই বোঝা যায় কবি সঞ্জু কুজুরের কবিতার জোর। 'তোয় কা জানিস কেতনা ফাঁকা আকাশ?/ তোর বিনা দিন মান সির্ফ ধুলা-বাতাস। আবার পাগলী – তোয় মানবে কি নি মানবে, লেকিন দুনিয়া কার সাচ্চায়কে জানবে'। লাইনগুলি বুঝিয়ে দেয় তাঁর ভালোবাসার গভীরতার কথা।

কবির রোমান্টিকতার সংজ্ঞা যে অনেকটাই আলাদা তা ধরা পরে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে। মোট ৬২ টি কবিতা রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। প্রতিটি কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা পড়েছে রোমান্টিকতা। আর এখানেই ধরা পড়েছে কবির মুনশিয়ানার পরিচয়। সাদরি ভাষার কবিতায় কবি সঞ্জু কুজুরের এই কাব্যগ্রন্থ এক মাইলস্টোন হয়ে থাকবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ভোটার তালিকায় গণহারে নাম বাদ? উত্তরবঙ্গ জুড়ে জনরোষ

মোথাবাড়ি ও ইংলিশবাজারে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মালদার একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। মোথাবাড়ি ও ইংলিশবাজার বিধানসভা কেন্দ্রেও দেখা গেল সেই একই ছবি।

গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার ইংলিশবাজারের সাট্টারি গ্রামে বুথ পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন নির্বাচন কমিশনের সাধারণ অবজারভার। অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে বহু বাসিন্দার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এমনকি তাঁদের 'ডি-ভোটার' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে বলে দাবি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করেন। এরপর অবজারভার গ্রামে পৌঁছালে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঘেরাও করে রাখেন বলে খবর।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। পরে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও মালদা জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পৌঁছালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনার পর এলাকায় চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

উত্তপ্ত ময়নাগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: ভোটার তালিকা থেকে ব্যাপক হারে নাম বাদ পড়ার ঘটনায় ৩১ মার্চ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ময়নাগুড়িও। এদিন সকাল থেকে মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা রাজারহাট মোড়ে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর জেরে শিলিগুড়ি-গুয়াহাটি সংযোগকারী প্রধান সড়কে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে যায়, চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও সুকৌশলে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কয়েকশো মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ১৬/২২৮ ও ১৬/২২৭ নম্বর বুথ থেকে যথাক্রমে ১৩৫ এবং ৮৬ জনের নাম বাদ যাওয়ায় ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারী সফিকুল হক জানান, ২০০২ সাল থেকে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও বর্তমানে তাঁকে 'পরিচয়হীন' করে দেওয়া হয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পের আতঙ্কে সরব হয়েছে অনেক পরিবার। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। অবশেষে দুই ঘণ্টা পর জয়েন্ট বিডিও ইনজামুল হক ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইনি পথে নাম ফেরানোর আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে প্রশাসনের আশ্বাসে রাস্তা খালি হলেও এলাকাবাসীর মধ্যে চাপা উত্তেজনা ও ক্ষোভ এখনও বিদ্যমান।

১৬/২২৮ বুথে ১৩৫ জন এবং ১৬/২২৭ নম্বর বুথে ৮৬ জনের নাম বাদ

আলিপুরদুয়ারে পথ অবরোধ

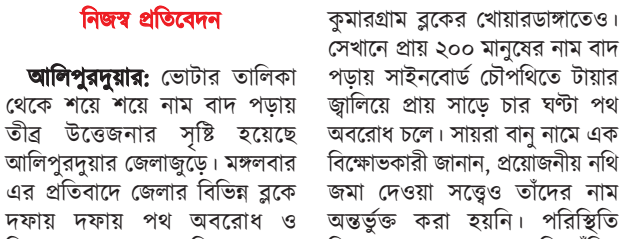

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ভোটার তালিকা থেকে শয়ে শয়ে নাম বাদ পড়ায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে। মঙ্গলবার এর প্রতিবাদে জেলার বিভিন্ন ব্লকে দফায় দফায় পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। এর ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়ায় বিবেকানন্দ কলেজের সামনে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, বীরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/১০১ নম্বর বুথ থেকেই ১৪১ জনের নাম বাদ গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকলেও বা বাবা-মায়ের নাম চূড়ান্ত তালিকায় থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নাম রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গিয়েছে।

একই চিত্র দেখা গিয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গাতেও। সেখানে প্রায় ২০০ মানুষের নাম বাদ পড়ায় সাইনবোর্ড চৌপথিতে টায়ার জ্বালিয়ে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পথ অবরোধ চলে। সায়রা বানু নামে এক বিক্ষোভকারী জানান, প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ও কুমারগ্রাম থানার আইসিকে ঘটনাস্থলে যেতে হয়।

এদিকে শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২ জনের নাম বাদ পড়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি চক্রান্ত করে তাদের সমর্থকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করে একে তৃণমূলের বিভ্রান্তিকর প্রচার বলে দাবি করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আগামীতে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

রণক্ষেত্র কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ভোটার তালিকায় নাম নেই? এই নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে ৩১ মার্চ, মঙ্গলবার কার্যত অচল হয়ে পড়ে কোচবিহার জেলা। তুফানগঞ্জ থেকে মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা থেকে ফালাকাটা জেলাজুড়ে দফায় দফায় পথ অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। অনেক জায়গায় জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে দেখা যায়। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয় তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর এলাকায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই প্রায় আট শতাধিক বৈধ ভোটারের নাম বাতিল করা হয়েছে। বৌবাজার এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধের জেরে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। একই ছবি দেখা যায় মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কের তেঁতুলতলা এলাকায়, যেখানে টানা ৭ ঘণ্টা অবরোধ চলে।

কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কেও প্রায় ৪ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকায় নাজেহাল হন নিত্যযাত্রীরা। তুফানগঞ্জের মহিষকুচি ও দিনহাটা-চৌধুরীহাট সড়কেও বিক্ষোভের আঁচ পড়ে। মাথাভাঙ্গা শহরের কলেজ মোড় ও পচাগড় এলাকায় দফায় দফায় অবরোধের জেরে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও বেছে বেছে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কোথাও বিডিও, কোথাও আবার পুলিশ প্রশাসনের দীর্ঘ আলোচনার পর নাম সংশোধনের আশ্বাস মেলায় অবরোধ ওঠে। তবে এই ঘটনায় জেলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, ফালাকাটায় পথ অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

জনকল্যাণে নতুন কর্মসূচি 'টক টু গৌতম'

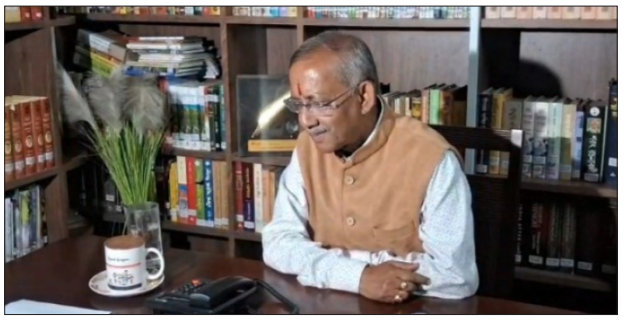

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ সরাসরি জানার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'টক টু গৌতম' কর্মসূচির সূচনা করলেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব । গত ২৮ মার্চ শনিবার নিজ বাসভবন থেকেই এই নতুন কর্মসূচির প্রথম পর্ব শুরু করেন তিনি।

নির্বাচনকালীন বিধিনিষেধের কারণে পুরোনো 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণ মানুষের সমস্যা শোনার উদ্দেশ্যে 'টক টু মেয়র' নামে একটি জনপ্রিয় কর্মসূচি চালু করেছিলেন গৌতম দেব। প্রতি শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে বসে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হতো, যেখানে সাধারণ মানুষ ফোন করে নিজেদের সমস্যা জানাতে পারতেন এবং তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হতো। ইতিমধ্যে মোট ১৪৬টি পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

তবে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর ১৪৭তম পর্ব চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই কর্মসূচি বন্ধ রাখতে হয়। অভিযোগ, শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপত্তি জানান। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে 'টক টু গৌতম' কর্মসূচি চালুর ঘোষণা করেন গৌতম দেব।

আরপিএফের জালে ১৪ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: সম্প্রতি জলপাইগুড়ি রোড রেলস্টেশনে ১৪ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশিকে আটক করেছে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। তারা দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্যে নর্থইস্ট এক্সপ্রেসে উঠে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

আরপিএফ সূত্রে খবর, নির্বাচনের আগে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করা হয়। এরপর তাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতদের দেওয়া আধার কার্ডগুলি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পরে তা জাল বলে অনুমান করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে ধৃতরা নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করেছেন। তারা দিল্লি যাচ্ছিলেন এবং সেখান থেকে তাদের জম্মু ও কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ ইন্সপেক্টর বিপ্লব দত্ত জানান, "নির্বাচনের কারণে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই তল্লাশি সেই নিরাপত্তা পরিকল্পনারই অংশ।" ঘটনার তদন্ত চলছে।

ডেলিভারি না মেলায় সিলিন্ডার ফেলে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: রান্নার গ্যাস বুকিং করার পরও নির্ধারিত সময়ে ডেলিভারি না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রাহকরা। অভিযোগ, বারবার ফোন করেও গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার অফিস থেকে কোনো সাড়া মিলছে না। এমনকি সরাসরি অফিসে গিয়েও সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, উল্টে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই ফিরে আসতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার মালদা শহরের মনস্কামনা রোড এলাকায় রাস্তায় খালি গ্যাস সিলিন্ডার ফেলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলায় ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রয়োজনের সময় গ্যাস না পেয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই বুকিংয়ের পর দিন কেটে গেলেও সিলিন্ডার পৌঁছাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার অফিসে ফোন করলে তা ধরা হয় না। ফলে সমস্যার কথা জানানোও সম্ভব হচ্ছে না। পরিষেবার এই গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়। গত ২৪ মার্চও একই সংস্থার বিরুদ্ধে গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করেছিলেন গ্রাহকদের একাংশ। বারবার একই অভিযোগ সামনে আসায় ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বেঙ্গল হকি দলে মাথাভাঙ্গার লিপিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘোকসাডাঙ্গা: অভাব আর প্রতিকূলতাকে জয় করে বাংলার রাজ্য হকি দলে জায়গা করে নিল কোচবিহারের মেয়ে লিপিকা বর্মন। ১ এপ্রিল থেকে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে শুরু হওয়া হকি ইন্ডিয়া পরিচালিত সাব-জুনিয়র জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতাইয় সে অংশ নেবে। এই টুর্নামেন্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়।

লিপিকা বর্মন কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বেশ কিছু দিন ধরে কলকাতায় 'হকি বেঙ্গল'-এর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে কঠোর অনুশীলন করার পর সোমবার, ৩০ মার্চ সে দলের সঙ্গে রাঁচির উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

মাথাভাঙ্গার মতো এলাকায় হকির উন্নত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও লিপিকার এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর বিদ্যালয় ও এলাকা। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস জানান, "উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব থাকলেও লিপিকা নিজের কঠোর পরিশ্রম ও জেদের জোরে আজ রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে। আমরা ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সাফল্য কামনা করি।" লিপিকার এই সাফল্যে কোচবিহারের ক্রীড়ামহলে খুশির হাওয়া বইছে।

কিরণচন্দ্র ট্রফি

জয়ী জলপাইগুড়ি এসি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজিত মর্যাদাপূর্ণ 'কিরণচন্দ্র ট্রফি' আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র (এসি) কলেজ। রবিবার, ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হাই-ভোল্টেজ ফাইনালে ফালাকাটা কলেজকে ৬১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা ছিনিয়ে নিল তারা।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে এসি কলেজ। নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রানের লড়াকু পুঁজি গড়ে তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করে 'ফাইনাল সেরা'র পুরস্কার জিতে নেন অর্ণব রায়। রাতুল ভৌমিক করেন ৩০ রান। ফালাকাটা কলেজের বোলারদের মধ্যে প্রধাংশু বর্মন মাত্র ৭ রান খরচ করে ৪টি উইকেট তুলে নিলেও এসি কলেজের রানের গতি আটকাতে পারেননি। সিরাজুল আলমও ৬ রানে ২ উইকেট পান।

১২৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাড়া করতে নেমে এসি কলেজের বোলিং আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ফালাকাটা কলেজের ব্যাটিং লাইন-আপ। মাত্র ১২.৪ ওভারে ৬৬ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে বিক্রমজিৎ কিছুটা লড়াই করে ১৭ রান করলেও বাকিরা ব্যর্থ হন। এসি কলেজের বোলার পাপ্পু সাহা মাত্র ৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে জয়ের পথ প্রশস্ত করেন। অন্যপ্রান্তে সৌম্যদীপ ২০ রানে ২ উইকেট শিকার করেন।

খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহ, কোচ জয়ন্ত ভৌমিক, প্রাক্তনী শুভাশিস ঘোষ ও বিনোদ মিশ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসি কলেজের অধ্যাপক ভূষণ অধিকারী এবং ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক অরিন্দম ঘোষ। অসাধারণ টিম গেম এবং ধারালো বোলিংয়ের সৌজন্যেই এসি কলেজ এবছরের কিরণচন্দ্র ট্রফি নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ

বিশেষ প্রতিবেদন

বকেয়া বিবাদ

বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করায় বাংলাদেশি সম্প্রচারকারী সংস্থা 'টি স্পোর্টস'-এর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএল সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ। ফলে আসন্ন আইপিএল ও মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ দেখা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন ওপার বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা।

২০২৩-২৭ সালের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বড় অঙ্কের বকেয়া না মেটানোয় এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দুই দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েন ভারতে আয়োজিত সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার ও মুস্তাফিজুর রহমানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক ক্রীড়াক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে।

পূর্বতন সরকারের অলিখিত নিষেধাজ্ঞার পর আশা ছিল বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আইপিএল দেখার পথ প্রশস্ত করবে। তবে সম্প্রচার সংস্থার এই বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তে সেই সম্ভাবনা আপাতত ফিকে হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে কোনও সমঝোতা হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

উত্তরের খেলার মাঠ থেকে...

উশু চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তরের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: সম্প্রতি রাজ্য উশু চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নজর কাড়লো আলিপুরদুয়ার জেলা দল। কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় জেলার একাধিক খেলোয়াড় বিভিন্ন বিভাগে পদক জিতেছেন। সাব-জুনিয়র সান্দা বিভাগে ৪৫ কেজি ওজনের শাখায় প্রথম হয়েছেন সুস্মিতা রায়, এবং ৫২ কেজি বিভাগে শীর্ষে থেকেছেন কুমারগ্রামের রাকেশ বর্মন। নানকুয়ান বিভাগে প্রথম নাথুয়াটারির মৃন্ময় রায়। জুনিয়র সান্দা বিভাগেও জেলার খেলোয়াড়রা মেধা দেখিয়েছেন। ৫৬ কেজি বিভাগে কুমারগ্রামের তুষার বর্মন দ্বিতীয় এবং ৮০ কেজি বিভাগে কামাখ্যাগুড়ির রোহিত সরকার তৃতীয় হয়েছেন।

জেপিএল-এ জয় সুপারস্টার ও রাইজিং স্টারের

নিজস্ব প্রতিবেদন

জামালদহ: গত ২৯ মার্চ রবিবার হরিহর গুহ ও বিন্দুরানি গুহ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ (জেপিএল) ক্রিকেটে জয়ের শিরোপা জামালদহ সুপারস্টার ও রাইজিং স্টারের দখলে। দিনের প্রথম ম্যাচে জামালদহ সুপারস্টার ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১২ ওভারে ১৫৪ রান সংগ্রহ করে। প্রতিপক্ষ কালীরহাট নাইট রাইডার্স শুরু থেকেই জটিলতায় পড়ে। আবু হোসেনের দুর্দান্ত ৪ উইকেটের বোলিংয়ে তারা মাত্র ৪৮ রানে অল-আউট হয়ে যায়, ফলে সুপারস্টার ১০৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচেও রাইজিং স্টার ব্যাটিংয়ে দাপুটে খেলে। তারা ১৭১ রানের বড় স্কোর গড়ে, যার মধ্যে বাপি বসাক একাই করেন ৫১ রান। জবাবে নির্ভান ইলেভেন ১৫৬ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন রামপ্রসাদ সরকার।

ডুয়ার্স ফ্রেন্ডশিপ কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: গত ২৯ মার্চ রবিবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির আয়োজনে টাউন ক্লাব মাঠে শুরু হয়েছে 'ডুয়ার্স ফ্রেন্ডশিপ কাপ'। প্রথম দিনে দুইটি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ম্যাচে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সিকিমের অম্বা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ৬১ রানের বড় ব্যবধানে হারায়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করা ডুয়ার্স দল নির্ধারিত ১৮ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৪ রান করে। দলের ওপেনার আইনস্টাইন নার্জিনারি ৬৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে অম্বা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৩ রানেই থমকে যায়। দলের পক্ষে স্নীকা তামাং ২২ রান করলেও দলকে জয় এনে দিতে পারেননি। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় অম্বা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা এবং ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৮ রান সংগ্রহ করে। সাহিল গৌতম ৬৭ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন এবং ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান। জবাবে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৮ ওভারে ১১৪ রানে অল-আউট হয়। দলের সর্বোচ্চ রান করেন তুহিন সাহা (৩০), তবে রাজদীপ সাহার বোলিং তোপে (২৪ রানে ২ উইকেট) হার মানতে হয় আয়োজক দলকে।

চ্যাম্পিয়ন প্রভাকর

নিজস্ব প্রতিবেদন

রায়গঞ্জ: গত ২৮ মার্চ শনিবার কর্নজোড়ায় অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে একদিনের একক ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হন প্রভাকর রায়। তিনি ১৮ বলে ৪৫ রান এবং ৪ ওভারে ২ উইকেট নেন। রানার্স-আপ হন তমাল দে। এছাড়াও, টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটার হিসেবে পুরস্কৃত হন রুবেল আসরাফি এবং সেরা বোলারের সম্মাননা পান আজাহার সরকার।

সেরা শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ডেফ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেন শিলিগুড়ির একঝাঁক প্রতিভাবান প্যাডলার। একাধিক বিভাগে সোনা ও রুপো জিতেছেন তারা। প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া পারফরম্যান্স করে জোড়া সোনা জিতেছেন প্রিয়ম চক্রবর্তী ও প্রয়াস সাহা। প্রিয়ম পুরুষদের দলগত ও ডাবলস বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন। অন্যদিকে, প্রয়াস অনূর্ধ্ব-১৮ সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলসে সেরার শিরোপা দখল করেন। মহিলাদের দলগত ও মিক্সড ডাবলসে সোনা জেতার পাশাপাশি সিঙ্গলস ও ডাবলসে রুপো অর্জন করেন শুভেচ্ছা রায়। এছাড়াও অভিষেক বর্মন ও শ্রুতি দাস বিভিন্ন ইভেন্টে সোনা ও রুপো জিতে দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এই সকল কৃতী খেলোয়াড়ই বিবেকানন্দ ক্লাব ও তিস্তা তোর্সা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষক মৃন্ময় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

জয়ী টাউন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত অভিনন্দন ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার, ৩০ মার্চ টানটান উত্তেজনার ম্যাচে বোঞ্জার ক্লাবকে ৩ উইকেটে পরাজিত করে টাউন ক্লাব। কোচবিহার স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করে টাউন ক্লাব।

ব্যাটিং করতে নেমে টাউন ক্লাবের বোলারদের দাপটে ২৯.৩ ওভারে মাত্র ৮৬ রানেই গুটিয়ে যায় বোঞ্জার ক্লাবের ইনিংস। দলের পক্ষে স্পন্দন বিশ্বাস সর্বোচ্চ ২১ রান করেন। টাউন ক্লাবের বোলার জাকির হোসেন মাত্র ৩ রান খরচ করে ৩টি উইকেট দখল করেন। তিনি 'ম্যাচের সেরা' নির্বাচিত হন।

জবাবে ৮৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে টাউন ক্লাবকেও বেশ বেগ পেতে হয়। তবে ২৬.৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান তুলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আদর্শ সরকার, যিনি করেন ৩৬ রান। বোঞ্জার ক্লাবের বোলার মৃগাঙ্ক দেবনাথ ১৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট পেলেও দলের হার আটকাতে পারেননি। এই জয়ের ফলে সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে নিজেদের অবস্থান মজবুত করল টাউন ক্লাব।

দুন হেরিটেজ-এর জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: নেপালের ঝাপায় আয়োজিত নেপাল-ভারত ফ্রেন্ডশিপ কাপ মেয়েদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির দুন হেরিটেজ স্কুল। গত ২৮ মার্চ শনিবার ফাইনাল ম্যাচে তারা সিকিমের অ্যালপাইন ক্রিকেট ক্লাবকে মাত্র ৩ রানে হারিয়ে জয় অর্জন করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুন হেরিটেজ স্কুল নির্ধারিত ১০ ওভারে ৫ উইকেটে হারিয়ে ৭৫ রান তোলে। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অ্যালপাইন ১০ ওভারে ২ উইকেটে হারিয়ে ৭২ রানেই থমকে যায়। ফলে ৩ রানের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে দুন হেরিটেজ স্কুল। ফাইনালে ম্যাচের সেরা তনুজা সরকার, সেরা ব্যাটার হ্যাপি সরকার এবং সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহ করেন হিরন্ময়ী রায়।

জাতীয় যোগায় চন্দ্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করেছেন শিলিগুড়ির প্রতিভাবান যোগা প্রশিক্ষক চন্দ্রা মল্লিক। এই গৌরবময় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অযোধ্যার মহারিষি মহেশ যোগী রামায়ণ ইউনিভার্সিটিতে। তাঁর এই সাফল্যে খুশির হাওয়া শহরে।

জয়ী তুফানগঞ্জ মাস্টার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজিত টি২০ ক্রিকেট লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে তুফানগঞ্জ মাস্টার্স। ৩১ মার্চ, মঙ্গলবার বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবকে ৪ উইকেটে হারিয়ে লিগ অভিযান শুরু করে তারা। এদিন তুফানগঞ্জ সংস্থার মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বক্সিরহাট। তবে তুফানগঞ্জ মাস্টার্সের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ১৬.১ ওভারে মাত্র ৮১ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে ঋক কর্মকার ও সমীর হরিজন সর্বোচ্চ ২৪ রান করে করেন। মাস্টার্সের হয়ে বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন অপু কুমার ঘোষ; তিনি একাই ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। জবাবে ৮২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে তুফানগঞ্জ মাস্টার্স ১৪.৪ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। বোলিংয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন অপু কুমার ঘোষ।

দয়িতা, শ্রেয়ার সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: গান্ধীধামে আয়োজিত ৮৭তম আন্তঃরাজ্য সাব-জুনিয়র ও ক্যাডেট টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সাফল্যের মুকুট পরলেন শিলিগুড়ির দয়িতা রায়। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে হরিয়ানার মোক্ষকে ১১-৭, ১১-৯, ৯-১১, ১১-৬ ফলে হারিয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল শালুগাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠের এই ছাত্রী। কোচ মৃন্ময় চৌধুরীর প্রশিক্ষণে প্রতিদিন আট ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রম আর ফিটনেস ট্রেনিংয়ের সুফল পেল দয়িতা। এর আগে জোনাল প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ ও রুপো জেতা এই কিশোরী এখন শিলিগুড়ির নতুন টেবিল টেনিস তারকা। এই টুর্নামেন্টেই অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা দল, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধর। ফাইনালে তারা মহারাষ্ট্রকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করে সোনা জেতে। ব্যক্তিগত বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছালেও দলগত বিভাগে এই জয় শ্রেয়ার মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে। শিলিগুড়ির দুই কন্যার এই জোড়া সাফল্য উত্তরবঙ্গের ক্রীড়ামহলে আনন্দের জোয়ার এনেছে।

কোচবিহারে মণিপাল হসপিটালের ‘অন্বেষণা’

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গজুড়ে ক্যানসার রোগের চিকিৎসাকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানি। ২৮ মার্চ কোচবিহারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ‘অন্বেষণা: মিডিয়ার জন্য চিকিৎসা শিক্ষা’ শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো ক্যানসার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা। উত্তরবঙ্গে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তবে এই অঞ্চলের রোগীদের এখন আর চিকিৎসার জন্য বাইরের বড় শহরে বা মেট্রো সিটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. অনির্বাণ নাগ (সার্জিক্যাল অনকোলজি) এবং ডা. অর্কপ্রভ হালদার (মেডিকেল অনকোলজি)। তাঁরা জানান, সঠিক সময়ে রোগ ধরা পড়লে ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ এখন রাঙাপানিতেই কেমোথেরাপি, উন্নত রেডিয়েশন এবং জটিল অস্ত্রোপচারের মতো বিশ্বমানের পরিষেবা পাবেন। এতে রোগীদের যেমন যাতায়াতের খরচ কমবে, তেমনি পরিবারের মানসিক চাপও কমবে।

ডা. অনির্বাণ নাগ বলেন, “কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে অনেক সময় রোগীরা অনেক দেরিতে চিকিৎসকের কাছে আসেন। কিন্তু শুরুতে ধরা পড়লে অনেক ক্যানসারই পুরোপুরি সারিয়ে তোলা যায়।” অন্যদিকে, ডা. অর্কপ্রভ হালদার জানান যে, এখন থেকে এক ছাদের নিচেই রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব। গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষদের সুবিধার্থে মণিপাল হসপিটাল কোচবিহারে নিয়মিত ওপিডি এবং টেলি-কনসালটেশন পরিষেবাও চালু রেখেছে। ‘অন্বেষণা’ উদ্যোগের মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় যে ক্যানসারের আধুনিক চিকিৎসার জন্য এখন আর ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আরজি সেলুলারের সঙ্গে ‘ওয়াবল’-এর অংশীদারিত্ব

কলকাতা: ভারতের উদীয়মান কনজিউমার টেকনোলজি ব্র্যান্ড ওয়াবল আজ আরজি সেলুলারের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত রিটেইল অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব ভারতে ব্র্যান্ডটির উপস্থিতি ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে কলকাতার ই-মলে অবস্থিত ‘ভেলোসিটি টেক মাল্টিভার্স’-এ ব্র্যান্ডের নতুন স্মার্টফোন ‘ওয়াবল ওয়ান’ লঞ্চ করা হয়।

ওয়াবল-এর এই সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য একটি শক্তিশালী মেইনলাইন চ্যানেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এই অংশীদারিত্বের ফলে গ্রাহকরা এখন বিশ্বস্ত রিটেইল আউটলেটগুলোতেই ওয়াবল ওয়ান হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। এছাড়া, দেশজুড়ে ৩০০-এর বেশি শহরে এবং ১৮,০০০-এর বেশি পিনকোডে ওয়াবল এখন তাদের শক্তিশালী সার্ভিস পরিকাঠামো ও বিক্রয়োত্তর পরিষেবা নিশ্চিত করবে। এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে সেগমেন্টের প্রথম ৫০ মেগাপিক্সেল ৪কে এইচডিআর ফ্রন্ট ক্যামেরা, যা কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এতে আরও রয়েছে ডলবি ভিশন এনাবেলড ডিসপ্লে। এর ৫০ মেগাপিক্সেল এআই মেইন ক্যামেরার বৈশিষ্ট হলো এতে সনি লিটিয়া ৬০০ সেন্সর রয়েছে। ফোনটি তিনটি ভেরিয়েন্টে (৮+১২৮ জিবি, ৮+২৫৬ জিবি এবং ১২+২৫৬ জিবি) এবং তিনটি আকর্ষণীয় রঙে (মিথিক হোয়াইট, এক্লিপস ব্ল্যাক এবং নোভা ব্লু) পাওয়া যাবে। এর প্রারম্ভিক মূল্য ২৬,৯৯৯ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

ইন্ডকাল টেকনোলজিস-এর সিইও আনন্দ দুবে বলেন, “আরজি সেলুলারের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ওয়াবল ওয়ান-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আমাদের এই অঞ্চলে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করবে। কলকাতা থেকেই আমাদের এই জয়যাত্রার শুরু।”

সিপলার নতুন ‘মাসালা গুয়াভা’ প্রোলাইট ওআরএস

মেদিনীপুর: সিপলা হেলথ লিমিটেড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন মেনে ‘মাসালা গুয়াভা’ ফ্লেভারের প্রোলাইট ওআরএস বাজারে আনার কথা ঘোষণা করেছে। ভারতীয় গ্রাহকদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে তৈরি এই নতুন ভেরিয়েন্টটি ওআরএস-এর প্রমাণিত কার্যকারিতা মেনে তৈরি করা হয়েছে। এটি শরীরে দ্রুত জল বা আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে সঙ্গে দেবে পেয়ারার স্বাদ।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রোলাইট ওআরএস এই ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত নাম। নতুন ‘মাসালা গুয়াভা’ যুক্ত হওয়ার ফলে তাদের ফ্লেভারের সংখ্যা এখন এগারো হলো। এই প্রতিটি ফ্লেভারই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরি, যা কার্যকারিতা এবং স্বাদের মধ্যে কোনও আপস করে না।

সিপলা হেলথ-এর সিইও এবং এমডি মিস্টার শিবম পুরি বলেন, “সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্য শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রোলাইট ওআরএস সব সময়ই আস্থা ও বিজ্ঞানের প্রতীক। নতুন ‘মাসালা গুয়াভা’ ভেরিয়েন্টটি গ্রাহকরা এখন শুধু অসুস্থতার সময় নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।” মান ও কার্যকারিতার মাপকাঠি বজায় রেখে এবং এই ফ্লেভারটি একাধিকবার পরীক্ষাগারে যাচাই করা হয়েছে।

হায়াতের ভারত ও দঃ-পঃ এশিয়ার নব নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিকাশ চাওলা

কলকাতা: হায়াত হোটেলস কর্পোরেশন ভারতে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এক বড় পদক্ষেপ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিকাশ চাওলাকে ‘প্রেসিডেন্ট – ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথওয়েস্ট এশিয়া’ হিসেবে নিযুক্ত করেছে। এই পদ কার্যকর হয়েছে ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে। এই নতুন পদটি ভারতে হায়াতের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে এবং তাদের ব্র্যান্ডের উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০২৫ সালে ভারতের পাইপলাইনে প্রায় ৫,০০০ নতুন রুম যুক্ত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে, যা এই অঞ্চলে হায়াতের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির প্রমাণ দেয়।

বিকাশ চাওলা সরাসরি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গ্রুপ প্রেসিডেন্ট ডেভিড উদেলের অধীনে কাজ করবেন। উদেল জানান যে, ভারতে গত চার দশকের শক্তিশালী ভিত্তিকে

কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ধাপে পৌঁছাতে চাওলার ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং কৌশলগত নেতৃত্ব অত্যন্ত সহায়ক হবে। চাওলা মূলত ভারতে হায়াতের সার্বিক কৌশল, ব্যবসার প্রসার এবং পারফরম্যান্স পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর লক্ষ্য হলো হায়াতকে ভারতের পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের ব্র্যান্ডে পরিণত করা এবং এই অঞ্চলকে বিশ্বজুড়ে হায়াতের পোর্টফোলিওর একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলা।

বর্তমানে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ায় হায়াতের ৯টি ব্র্যান্ডের অধীনে ৫৫টি হোটেল রয়েছে। ২০২৬ সালে জয়পুরে এশিয়া প্যাসিফিকের প্রথম ‘ডেস্টিনেশন বাই হায়াত’ হোটেল ‘হরি বাগ জয়পুর’ চালু হতে চলেছে। এটি হবে জয়পুরে হায়াতের তৃতীয় হোটেল।

ভবিষ্যতে হায়াত মুম্বই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং হায়দ্রাবাদের মতো প্রধান শহরগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র, আধ্যাত্মিক স্থান এবং ক্রমবর্ধমান ছোট শহরগুলোতেও তাদের ব্যবসার বিস্তার ঘটানোর পরিকল্পনা করছে।

কলকাতায় ৩০ বছর পূর্ণ করল কগনিজেন্ট

কলকাতা: কলকাতায় কগনিজেন্ট-এর কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই মাইলফলক কোম্পানির কর্মীদের নিষ্ঠা, উদ্ভাবন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

কলকাতায় ১৯৯৬ সালে মাত্র ২,০০০ বর্গফুটের একটি সাধারণ ভাড়া করা অফিস থেকে কগনিজেন্ট-এর কার্যক্রম শুরু হয়, এটি ছিল ভারতে তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্র। আজ শহরে কগনিজেন্টের তিনটি ‘ফেসিলিটি’ বা কেন্দ্র রয়েছে। যা মোট ১.২৩ মিলিয়ন বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে প্রায় ১৮,০০০ কর্মী রয়েছে। কগনিজেন্টের এই ৩০ বছরের মাইলফলক ভবিষ্যতের এক নতুন যাত্রাপথের সূচনা বলে মনে করা হচ্ছে। কোম্পানি মেধার বিকাশে ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনকে প্রতিনিয়ত ত্বরান্বিত করে চলেছে। কোম্পানি জনসমাজের উন্নতিতে তাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৬০০ জনের গ্লোবাল ম্যানপাওয়ারের মধ্যে কগনিজেন্টের ৭০%-এরও বেশি কর্মী ভারতে অবস্থিত।

কগনিজেন্ট ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া নিউরোলজিকাল ও নবজাতকের যত্ন, থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা, প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য STEAM এডুকেশন এবং নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য টেকসই জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন সহ একাধিক কর্মসূচি পালন করে চলেছে।

কোম্পানি তার ‘পিপল-ফার্স্ট’ বা মানব-প্রথম সংস্কৃতি এবং উদ্ভাবনের ওপর আলোকপাত করে। যার কেন্দ্রে রয়েছে একটি ‘এআই টেক জোন’-এর সূচনা, যা ‘এআই বিল্ডার’ হিসেবে কগনিজেন্টের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে।

এটি এমন সব প্ল্যাটফর্ম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সক্ষমতা তৈরি করে যা এন্টারপ্রাইজ জুড়ে এজেন্টিক এআই-এর বিস্তারে সাহায্য করে।

কগনিজেন্ট সম্প্রতি ভারতসহ ৩১টি দেশে গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক® দ্বারা প্রশংশিত (সার্টিফায়েড) হয়েছে। এই কোম্পানি গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শীর্ষ পাঁচ আইটি/আইটিইএস রপ্তানিকারকদের একজন হিসেবে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া (STPI) দ্বারাও স্বীকৃত।

আইসিআইসিআই প্রু জিপিপি ফ্লেক্সি-এর সঙ্গে চিন্তা ছাড়াই কাটান অবসর জীবন

শিলিগুড়ি: ইউএনডিপি-এর ২০২৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয়দের গড় আয়ু ১৯৯০ সালে ছিল ৫৮.৬ বছর, যা ২০২৩ সালে বেড়ে ৭২ বছর হয়েছে। ‘এন্ডারলি ইন ইন্ডিয়া’ শীর্ষক একটি সরকারি তথ্য জানায়, ২০৩৬ সালের মধ্যে প্রতি সাতজন ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় একজন ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের হবেন। যদিও এই বিষয়গুলো ভারতের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ইতিবাচক লক্ষণ, তবুও বাড়তে থাকা গড় আয়ুর ফলে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে, তা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন থাকা জরুরী।

মানুষের আয়ু বাড়ছে। তাই সকলকেই অবসর জীবনে জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় এবং আকাশ ছোঁয়া চিকিৎসা খরচার সম্মুখীন হতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং অবসরকালীন পরিকল্পনাকে সহজ করতে, আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ নিয়ে এসেছে ‘আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড পেনশন প্ল্যান ফ্লেক্সি’। যা ব্যক্তিদের সুশৃঙ্খলভাবে টাকা জমাতে এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চয় করতে সাহায্য করে এবং তারপরে আজীবন নিশ্চিত নিয়মিত আয় পেতে সহায়তা করে। নিয়মিত আয় যে সুদের হারে দেওয়া হবে তা পণ্যটি কেনার সময়ই স্থির করা হবে।

লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার মি. বিকাশ গুপ্তা বলেন, “অবসরকালীন পরিকল্পনা আজীবন আয়ের নিশ্চয়তা দেয়।

আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড পেনশন প্ল্যান ফ্লেক্সি-কে একটি সহজ এবং ফ্লেক্সিবল কাঠামোর মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা দিতেই তৈরি করা হয়েছে। এটি গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ৭টি ফ্লেক্সিবল অপশন অফার করে। বিশেষত, এই প্রোডাক্টটি ‘প্রিমিয়াম মকুব’-এর সুবিধা সহ জয়েন্ট লাইফ অপশন অফার করে। পলিসি ধারকের যদি নির্দিষ্ট কোনও গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়ে বা তিনি স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন, তবে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরতের জন্য প্রোডাক্ট ফেরত দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য বিকল্প যেমন আয় বৃদ্ধি, টপ-আপ এবং ঋণের মাধ্যমে নগদ অর্থের সুবিধা একে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহারিক এবং প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।“

২০২৬-এর প্রথম ভাগে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার রেকর্ড সাফল্য

শিলিগুড়ি: ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) ২০,০২৮টি গাড়ি বিক্রি করে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া তাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড গড়েছে। এই সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ১৭% বেশি। মূলত কাইল্যাক, নতুন কুশাক, স্লাভিয়া এবং প্রিমিয়াম এসইউভি কোডিয়াক-এর ধারাবাহিক চাহিদাই এই প্রবৃদ্ধির মূল কারিগর। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশীষ গুপ্ত জানান, কোম্পানি ২০২৫ সালের সাফল্যের ধারা বজায় রেখেছে। ২০২৬-এর রেকর্ড প্রমাণ করে যে কোম্পানি গ্রাহকদের আরও কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে কাইল্যাক মডেলটির ৫০,০০০ ইউনিট বিক্রি হয়েছে, যা ব্র্যান্ডটিকে নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে স্কোডা 'সুপার কেয়ার' চালু করেছে, যেখানে ৪ বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি, ৪ বছরের রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স এবং ৪টি লেবার-ফ্রি সার্ভিসের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ভারতের ১৮০টিরও বেশি শহরে ৩৩০টি কাস্টমার টাচপয়েন্টের মাধ্যমে কোম্পানিটি তাদের পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তুলেছে। সাব-৪ মিটার বিভাগে কাইল্যাক এবং সেগমেন্ট ফার্স্ট 'এইট-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন' ও 'রিয়ার সিট ম্যাসাজার'-এর মতো অত্যাধুনিক ফিচার নতুন কুশাককে আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছে। ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও উচ্চমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংমিশ্রণে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া বর্তমানে ভারতের অটোমোবাইল বাজারে এক নির্ভরযোগ্য নাম হয়ে উঠেছে।

৩ এপ্রিল থেকে ভারতে রেডমি ১৫এ ৫জি

কলকাতা: শাওমি ইন্ডিয়া আজ সকলের সামনে পেশ করল রেডমি ১৫এ ৫জি। এটি এমন একটি স্মার্টফোন যা মানুষের প্রতিদিনের ফোন ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রিমিং, স্ক্রলিং, যুক্ত থাকা বা একাধিক অ্যাপ একসঙ্গে চালানো যে কাজই হোক না কেন, রেডমি ১৫এ ৫জি বিষয়গুলিকে জটিল না করে একটি মসৃণ, নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতা দেওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। এর ৬৩০০MAH ব্যাটারি অনায়াসে দুই দিন পর্যন্ত চলতে পারে। ডিভাইসটি ১৫ওয়াট চার্জিং এবং সেই সঙ্গে ৭.৫ওয়াট ওয়্যারড রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট করে। এতে রয়েছে একটি বিশাল ৬.৯-ইঞ্চির ডিসপ্লে, যা ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করে। এর ৮০০ নিটস পর্যন্ত ব্রাইটনেস স্ক্রিনটিকে বাইরের আলোতেও স্পষ্ট দেখতে সাহায্য করে। 'ওয়েট টাচ টেকনোলজি ২.০' নিশ্চিত করে যে হাত ভেজা থাকলেও ডিসপ্লে যেন সঠিকভাবে কাজ করে। দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের জন্য ডিসপ্লে-তে রয়েছে ট্রিপল টিইউভি রেইনল্যান্ড (TÜV RHEINLAND) সার্টিফিকেশন, যা লো ব্লু লাইট, ফ্লিকার-ফ্রি এবং সার্কাডিয়ান-ফ্রেন্ডলি, এটি চোখের ওপর চাপ কমায়।

এই ফোনটি অক্টা-কোর ৫জি প্রসেসর দ্বারা চালিত। এতে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেল এআই ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা এবং ৮ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। অ্যান্ড্রয়েড ১৬-এর ওপর ভিত্তি করে হাইপার ওএস ৩.০ চালিত এই ফোনটি ৪ বছরের অ্যান্ড্রয়েড আপডেট এবং ৬ বছরের সিকিউরিটি আপডেটের সঙ্গে আসে, যা একটি নিরবচ্ছিন্ন সুরক্ষিত এবং আপ-টু-ডেট অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। থাকছে ২ টেরাবাইট পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ। রেডমি ১৫এ ৫জি-এর ৪জিবি + ৬৪জিবি ভেরিয়েন্টের দাম শুরু হচ্ছে ১২,৯৯৯ টাকা থেকে; এছাড়া ৪জিবি + ১২৮জিবি এবং ৬জিবি + ১২৮জিবি মডেলগুলোর দাম যথাক্রমে ১৪,৪৯৯ টাকা এবং ১৬,৪৯৯ টাকা রাখা হয়েছে। ডিভাইসটি ৩ এপ্রিল থেকে ফ্লিপকার্ট, MI.COM এবং শাওমির অনুমোদিত রিটেইল স্টোরগুলোতে পাওয়া যাবে।

কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড-এর নেতৃত্বে পালাবদল

নতুন এমডি ও সিইও সুরজ রাজাপ্পান

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং একটি বিশিষ্ট যানবাহন অর্থায়নকারী সংস্থা—কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড (KMPL), তাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে।

সদস্যদের অনুমোদনের সাপেক্ষে, শ্রী সুরজ রাজাপ্পানকে ১ জুন, ২০২৬ থেকে শুরু করে তিন বছরের মেয়াদের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (MD & CEO) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেডের থেকেই নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শ্রী রাজাপ্পান, যার ২৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী শাহরুখ তোদিওয়ালা কোটাক গ্রুপে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করার পর ৩১ মে, ২০২৬ তারিখে অবসর নেবেন।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও অশোক ভাসওয়ানি বলেছেন, "শাহরুখ কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইমে বিচক্ষণ প্রবৃদ্ধি ও গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার এক উত্তরাধিকার গড়ে তুলেছেন; অন্যদিকে, সুরজের শিল্প-অভিজ্ঞতা আমাদের কোম্পানিকে ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।"

ভারতের যানবাহন অর্থায়ন খাতে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান, কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড (KMPL)—১৯৯৬ সালে কোটাক মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্স এবং ফোর্ড ক্রেডিট ইন্টারন্যাশনালের একটি যৌথ উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৫ সালে এটি সম্পূর্ণভাবে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের মালিকানাধীন হয়ে ওঠে।

বিগত প্রায় তিন দশক ধরে, KMPL পরিবর্তনশীল অটোমোবাইল এবং ভোক্তা ঋণ বাজারের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে; এ ক্ষেত্রে তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং একই সাথে কোটাক গ্রুপের সামগ্রিক আর্থিক পরিষেবাগুলোর সাথে নিজেদের কার্যক্রমকে একত্রিত করেছে।

দেশজুড়ে ১০০টি লবণের মধ্যে পরীক্ষায় সর্বাধিক বিশুদ্ধ টাটা সল্ট

চার দশকের বেশি সময় ধরে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' বজায় রেখেছে

মুম্বাই: ১৯৮৩ সাল থেকে ভারতের আয়োডাইজড লবণের বাজারে পথিকৃৎ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড টাটা সল্ট তাদের পণ্যের অতুলনীয় বিশুদ্ধতা ও গুণমানের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

সাম্প্রতিক একটি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, বাজারে প্রচলিত ১০০টি লবণের মধ্যে টাটা সল্ট সর্বাধিক বিশুদ্ধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই সাফল্য কেবল নির্দিষ্ট অঞ্চলেই নয়, বরং সমগ্র ভারতে টাটা সল্টকে বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অটল দায়বদ্ধতা থেকে টাটা সল্ট কঠোর অভ্যন্তরীণ এবং নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড মেনে নিজেদের লবণের গুণমান যাচাই করে, যা তাদের লবণ শিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান ধরে রাখতে সাহায্য করে। অতুলনীয় বিশুদ্ধতা এবং ব্যতিক্রমী গুণমান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্র্যান্ডটি গ্রাহকদের কাছে সেরা পছন্দের হয়ে উঠেছে।

টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস-এর প্যাকেজড ফুডস (ইন্ডিয়া) বিভাগের প্রেসিডেন্ট দীপিকা ভান এই বিষয়ে বলেন, "বিশুদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততার প্রতি টাটা সল্টের এই অঙ্গীকার গ্রাহকদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি আমাদের নিবেদিত মনযোগের প্রতিফলন। একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে টাটা সল্ট লবণ শিল্পের গুণগত মানের ক্ষেত্রে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' বা স্বর্ণমান স্থাপন করেছে। কঠোর নজরদারি এবং উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করি যে, আসল 'নারঙ্গি' (কমলা) প্যাকেটে ভরা সর্বোচ্চ মানের আয়োডাইজড লবণই যেন দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছায়।"

বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যাত্রায় টাটা সল্ট দেশবাসীর কাছে কেবল একটি পণ্য নয়, বরং 'দেশ কা নামক' হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালে পরিচালিত একটি ইন্ডিপেনডেন্ট ক্লেইম টেস্ট-এর মাধ্যমে প্রমাণিত এই সাফল্য গ্রাহকদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। টাটা সল্ট তার সূচনালগ্নের সেই বিশুদ্ধতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আজও কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস ধরে রেখেছে।

সিগ্রাম-এর 'লিভ ইট লার্জ' সঙ্গে বাদশা থেকে বুমরাহ

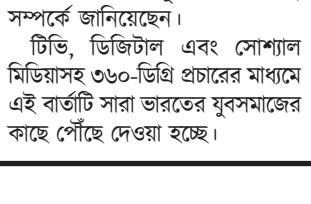

নয়াদিল্লি: সিগ্রাম'স রয়্যাল স্ট্যাগ প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার সম্প্রতি তাদের নতুন ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন 'লিভ ইট লার্জ' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এই ক্যাম্পেইনটি মূলত আজকের প্রজন্মের নির্ভীক ও বহির্মুখী মনোভাবকে উদযাপন করে। তাদের ব্র্যান্ডটি 'জেনারেশন লার্জ' হিসেবে অভিহিত করেছে। এই ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ছয়জন আইকনকে একত্রিত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন রোহিত শর্মা, জাসপ্রিত বুমরাহ, বাদশা, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, নাগা চৈতন্য এবং পায়েল ধারে।

'ল্যান্ড অফ লার্জ' নামক পটভূমিতে তৈরি এই ক্যাম্পেইন ফিল্মটি উত্তর ভারতের আভিজাত্য থেকে শুরু করে দক্ষিণের প্রযুক্তি ও উৎসবের মেলবন্ধন, পূর্বের সংগীত এবং পশ্চিমের প্রাণবন্ততাকে একত্রে নিয়ে এসেছে। পার্নোড রিকার্ড ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার দেবশ্রী দাশগুপ্ত জানান, এই ক্যাম্পেইনটি ব্র্যান্ডকে একটি ক্যাটাগরি লিডার থেকে সাংস্কৃতিক আইকনে পরিণত করবে।

তারকারাও তাদের ব্যক্তিগত মতামত শেয়ার করেছেন। রোহিত শর্মা ও জাসপ্রিত বুমরাহ জানিয়েছেন যে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের সেরাটা দেওয়াই হলো 'লিভ ইট লার্জ'। অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও নাগা চৈতন্য ব্র্যান্ডটির সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীলতার প্রশংসা করেছেন। বাদশা এবং গেমার পায়েল ধারে ইন্ডিভিজুয়ালিটি ও সাহসের সঙ্গে নিজের লক্ষ্য পূরণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন।

টিভি, ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়াসহ ৩৬০-ডিগ্রি প্রচারের মাধ্যমে এই বার্তাটি সারা ভারতের যুবসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

৯ এপ্রিল আসছে ৫জি স্মার্টফোন 'নোভা সিরিজ'

কলকাতা: স্মার্টফোন জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করে এআই+ স্মার্টফোন আজ তাদের বহু প্রতীক্ষিত 'নোভা সিরিজ' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ফ্লিপকার্ট এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে এই সিরিজের ফ্ল্যাগশিপ মডেল নোভা ২ এবং নোভা ২ আল্ট্রা পাওয়া যাবে। সিরিজের বাকি তিনটি ডিভাইস নোভা ২ প্রো, নোভা ২ নিও এবং নোভা ফ্লিপ পরবর্তী মাসগুলোতে বাজারে আসবে।

এই সিরিজের অন্যতম আকর্ষণ নোভা ২ আল্ট্রা, যা ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড প্রযুক্তিতে সজ্জিত। এর ব্যাক-প্যানেলের লাইটিং কল, মেসেজ এবং মিউজিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়, যা স্মার্টফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে করে তুলবে আরও ব্যক্তিগত ও আকর্ষণীয়। অন্যদিকে, নোভা ২ মডেলটি তৈরি করা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন গতি, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং মার্জিত ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে।

এআই+ স্মার্টফোনের সিইও এবং নেক্সটকোয়ান্টাম শিফট টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা মাধব শেঠ বলেন, "নোভা সিরিজের মাধ্যমে আমরা স্মার্টফোনের সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করছি। কেউ নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স চান, আবার কেউ নিজের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চান, আমাদের এই লাইনআপ উভয়ের চাহিদা পূরণ করবে।"

ফ্লিপকার্টের মোবাইল বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাঞ্চন মিশ্র যোগ করেন, "ভারতীয় গ্রাহকরা এখন অনেক বেশি সচেতন। সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে এআই+ স্মার্টফোনের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে দেশজুড়ে এই সিরিজ পৌঁছে দিতে উন্মুখ।"

২০২৫ সালের জুলাই মাসে যাত্রার পর থেকে এক বছরেরও কম সময়ে ১০ লক্ষের বেশি ডিভাইস বিক্রি করে এআই+ স্মার্টফোন ইতিমধ্যেই বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে।

৬ এপ্রিল থেকে ভারতে মিলবে আইকিউওও ১৫ অ্যাপেক্স

কলকাতা: ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ আইকিউওও ১৫-এর নতুন ভেরিয়েন্ট আইকিউওও ১৫ অ্যাপেক্স লঞ্চের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ৬৬,৯৯৯ টাকা কার্যকরী মূল্যে লঞ্চ হওয়া এই ফোনটি অত্যাধুনিক ডিসপ্লে এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্সের এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। আগামী ৬ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে AMAZON.IN, IQOO.IN এবং রিলায়েন্স ডিজিটালসহ বিভিন্ন রিটেইল স্টোরে ফোনটি পাওয়া যাবে। আজ থেকে প্রি-বুকিং করলে গ্রাহকরা ১,৮৯৯ টাকা মূল্যের আইকিউওও টিডব্লিউএস বিনামূল্যে পাবেন, সঙ্গে থাকছে ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক ডিসকাউন্ট এবং ১২ মাস পর্যন্ত নো-কস্ট ইএমআই সুবিধা।

'অ্যাপেক্স' বা সর্বোচ্চ শিখর থেকে অনুপ্রাণিত এই ফোনের ব্যাক প্যানেলে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি ফার্স্ট ডায়নামিক পার্টিকেল ডিজাইন এবং লেজার হোলোগ্রাফিক প্রযুক্তি। এটি ফোনে একটি থ্রিডি এফেক্ট তৈরি করে। এতে রয়েছে স্যামসাং-এর 2K M14 LEAD™ OLED প্যানেল, যা সাধারণ এফএইচডি+ স্ক্রিনের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ ও নিখুঁত ভিজ্যুয়াল দেয়। ২৬০০ নিটস এইচবিএম এবং সর্বোচ্চ ৬০০০ নিটস লোকাল পিক ব্রাইটনেসসহ এটি বর্তমানে ভারতের উজ্জ্বলতম ডিসপ্লে।

ডিভাইসটিতে রয়েছে ভারতের দ্রুততম স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫ প্রসেসর এবং আইকিউওও-এর নিজস্ব সুপারকম্পিউটিং চিপ কিউ৩। গেমিং ও মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য এতে ১৪৪ হার্টজ রিফ্রেশ রেট এবং ভারতের বৃহত্তম ৮কে সিঙ্গেল লেয়ার ভিসি কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে।

ফোনটিতে রয়েছে ৭০০০ MAH-এর বিশাল ব্যাটারি ব্যাকআপ, ১০০ ওয়াট ফ্ল্যাশচার্জ এবং ৪০ ওয়াট ওয়্যারলেস চার্জিং সুবিধা। ফটোগ্রাফির জন্য রয়েছে ফ্ল্যাগশিপ ট্রিপল ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সিস্টেম। স্থায়িত্বের জন্য এতে IP68 ও IP69 রেটিং এবং 'শট সেনসেশন আলফা' প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে। ফোনটির ১২ জিবি + ২৫৬ জিবি ভেরিয়েন্টের কার্যকরী দাম রাখা হয়েছে ৬৬,৯৯৯ টাকা, আর ১৬ জিবি + ৫১২ জিবির দাম ৭৩,৯৯৯ টাকা।

'অ্যায় আজনাবী'-এর সঙ্গে কোক স্টুডিও ভারত সিজন ৪-এর সূচনা

কলকাতা: ভারতের বৈচিত্র্যময় সঙ্গীত ঐতিহ্যকে উদযাপন করতে কোক স্টুডিও ভারত তাদের চতুর্থ সিজন শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই তাদের প্রথম গান 'অ্যায় আজনবী' লঞ্চ হয়েছে। গানটিতে বর্তমান প্রজন্মের হার্টথ্রব আদিত্য রিখারির আধুনিক সুরের সঙ্গে লোকসঙ্গীত শিল্পী কুতলে খানের মাটির টান মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ডিজে রাভেটর-এর চমৎকার মিউজিক প্রোডাকশনে গানটি এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। এটি মূলত বিরহ বা আকাঙ্ক্ষার এক চিরন্তন অনুভূতির গল্প বলে, যা চিঠির যুগ থেকে শুরু করে আজকের মেসেজের যুগ পর্যন্ত একই রকম রয়ে গিয়েছে।

'অ্যায় আজনবী' গানটি ফুটিয়ে তুলেছে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার ভাষা বদলালেও মনের ভেতরের টান কখনও বদলায় না।

লোকসঙ্গীতের গভীরতা এবং সমসাময়িক পপ মিউজিকের মেলবন্ধন গানটিকে সব বয়সের শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আদিত্য রিখারি গানটিতে বাস্তব জীবনের আবেগ ঢেলে দিয়েছেন, আর কুতলে খান যোগ করেছেন আত্মার টান। অন্যদিকে, রাভেটর এই দুই ভিন্ন ঘরানাকে একই সুতোয় বেঁধেছেন।

কোকাকোলা ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আইএমএক্স লিড শান্তনু গাঙ্গানে বলেন, "ভারতীয় সঙ্গীত এখন আর কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। অ্যায় আজনবী গানটির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রজন্ম, সংস্কৃতি এবং শব্দকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছি।" আদিত্য রিখারি গানটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এটি এমন এক অনুভূতি যা শব্দ দিয়ে বোঝানো কঠিন, যা কেবল অনুভব করা যায়। কুতলে খানের মতে, লোকসঙ্গীত বরাবরই বিরহের ইতিহাস বহন করে, আর এখানে সেই পুরনো সুরই নতুন কণ্ঠে শোনানো হবে। সিজন ৪-এর এই যাত্রার শুরুতেই প্রমাণিত হয় যে, সুর ও শব্দ বদলালেও আবেগ সর্বদা এক থাকে।

গোল্ড লোনের প্রতি ভারতীয়দের ঝোঁক বাড়ছে

কলকাতা: বর্তমানে ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে গোল্ড লোন আর শেষ মুহূর্তের ভরসা নয়। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক জানিয়েছে, মানুষ এখন পরিকল্পনা করেই তাদের গয়না বন্ধক রেখে ঋণ নিচ্ছেন। আগে মূলত বিপদে পড়লে মানুষ সোনা বন্ধক রাখত। কিন্তু এখন শিক্ষিত এবং সচ্ছল পরিবারেও ব্যবসায়িক কাজে বা জরুরি প্রয়োজনে এই সহজ ঋণ নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। এটি ভারতীয়দের ঋণ নেওয়ার অভ্যাসে একটি বড় পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্যাংকের গোল্ড লোন বিভাগের প্রধান শ্রীপাদ যাদব জানান, বর্তমানে সোনার দাম বাড়ার ফলে গৃহিণীদের কাছে থাকা গয়নার মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই গয়না লকারে ফেলে না রেখে মানুষ তা দিয়ে সহজে ক্রেডিট ফেসিলিটি নিচ্ছেন। বাড়ি তৈরির ঋণ বা ব্যক্তিগত ঋণের তুলনায় সোনার বিনিময়ে ঋণ পাওয়া অনেক বেশি সহজ। এতে নথিপত্র খুব কম লাগে এবং সুদের হারও তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ করে ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবীরা দ্রুত নগদ টাকার প্রয়োজনে এই মাধ্যমটি বেছে নিচ্ছেন।

বর্তমানে ২ থেকে ১০ লক্ষ টাকার গোল্ড লোনের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। আগে শুধু দক্ষিণ ভারতেই এর প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন সারা দেশেই এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মানুষ এখন সোনা বিক্রি না করে তা বন্ধক রাখতেই বেশি আগ্রহী। এতে ঋণের টাকা পরিশোধের পর গয়না আবার ফেরত পাওয়া যায়, আবার বাজারে সোনার দাম বাড়লে তার সুবিধাও পাওয়া যায়। কোটাক ব্যাংকের মতে, ভারতের ঘরে ঘরে থাকা প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিতে এক বড় ভূমিকা পালন করবে। 'সোনা বিক্রি নয়, বন্ধক রাখুন' এটিই এখন সচেতন মানুষের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস এবং ভারতীয় সেনার মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর

কলকাতা: টেস্ট প্রিপারেটরি সার্ভিসের জাতীয় স্তরের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এইএসএল), ভারতীয় সেনার সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষর করেছে।

এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মরত সেনাকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রাপক, বিশেষভাবে সক্ষম সেনাকর্মী এবং কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ হওয়া জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদান। এই চুক্তিতে ভারতের যেকোনও প্রান্তের এইএসএল কেন্দ্র বা শাখায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ভারতীয় সেনার সন্তানদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে কর্নেল (সেরিমোনিয়াল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) এবং এইএসএল-এর পক্ষে দিল্লি-এনসিআর-এর চিফ অ্যাকাডেমিক ও বিজনেস হেড ড. যশ পাল এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

এই চুক্তিতে বলা হয়েছে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারানো সেনাকর্মীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে আকাশ-এ ভর্তির জন্য কেবল রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হবে; বাকি সব ফি (১০০%) মকুব করা হবে। গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ও ২০%-এর বেশি শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে এমন সেনাকর্মীর সন্তানদের জন্য টিউশন ফি-তে ১০০% ছাড় দেওয়া হবে। বর্তমানে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে টিউশন ফি-তে ২০% ছাড় দেওয়া হবে (অন্যান্য স্কলারশিপ বাদ দেওয়ার পর)। এই সুবিধাগুলো এইএসএল-এর সাধারণ স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলোর পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

এইএসএল-এর এমডি এবং সিইও শ্রী চন্দ্রশেখর গারিষা রেড্ডি বলেন, "ভারতীয় সেনার সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আমাদের সাহসী সৈনিকদের আত্মত্যাগকে সম্মান জানানোর সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা তাঁদের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে চাই। স্কলারশিপের পাশাপাশি মেন্টরিং এবং কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করেছি।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি আকাশ সিআরপিএফ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (সিডব্লিউএ)-এর সঙ্গেও এমনই এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর উদ্দেশ্যও ছিল সিআরপিএফ কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাগত সহায়তা ও কেরিয়ার গাইডেন্স দেওয়া।

অ্যাক্সিস ব্যাংকের পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ

কলকাতা: আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষে অ্যাক্সিস ব্যাংক অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পদক্ষেপ করেছে। ব্যাংকটি এই দুই রাজ্যের ৯৬৯ হেক্টরেরও বেশি জমিতে প্রায় ১৫.১৯ লক্ষ স্থানীয় প্রজাতির চারা গাছ রোপণের কাজ শুরু করেছে। বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

অসমের মাজুলী দ্বীপে 'বালিপাড়া ট্রাস্ট অ্যান্ড ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন'-এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্রায় ৭৮৫ হেক্টর অবক্ষয়িত বনভূমি পুনর্গঠন এবং ৬৫ হেক্টর জমিতে কৃষি-বনায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় বনজ সম্পদ রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি বন সংলগ্ন জীবিকার পথও সুগম হবে। মাটি পরীক্ষা এবং নার্সারি তৈরির মাধ্যমে স্বাভাবিক বনাঞ্চল তৈরির চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছে অ্যাক্সিস ব্যাংক। 'নিউজ' সংস্থার সহায়তায়

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবনের প্রায় ১১৯ হেক্টর এলাকায় ৭.১৪ লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হচ্ছে। যা উপকূল এলাকাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবে এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে সাহায্য করবে। জলাভূমি রক্ষা এবং বালিয়াড়ি শক্তিশালী করার মাধ্যমে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে মজবুত করার চেষ্টা চলছে।

ব্যাংকের গ্রুপ এক্সিকিউটিভ বিজয় মুলবাগল জানান, পরিবেশ রক্ষা করা কেবল দায়িত্ব নয়, এটি মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের একটি ভালো সুযোগ। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংকটি জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে এবং সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। 'কমিউনিটি-লেড স্টুয়ার্ডশিপ' বা জনসমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই বনায়ন কর্মসূচি সফল করাই হলো ব্যাংকের মূল লক্ষ্য।

সিকাডা কোভিড ভ্যারিয়েন্ট

কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও 'কোভিড-১৯'-এর ভয়াবহতা আজও ভোলেনি বিশ্ববাসী। এর মধ্যেই এই মারণ ভাইরাসের এক নতুন রূপ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'সিকাডা' নামে এক নতুন ভ্যারিয়েন্টের উপসর্গগুলো সাধারণ সর্দি-কাশির থেকে কিছুটা আলাদা এবং অনেকক্ষেত্রে বেশি তীব্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি দ্রুত শনাক্ত করা গেলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হতে পারে। নিচে এই ভ্যারিয়েন্টের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত তুলে ধরা হল-

১. তীব্র গলা ব্যথা

এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত রোগীরা প্রায়ই মারাত্মক গলা ব্যথায় ভোগেন। এমনকি খাবার গিলতেও কষ্ট হয়। এটি সাধারণ ঠান্ডার তুলনায় বেশি তীব্র এবং অনেক সময় সংক্রমণের প্রথম লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। সাধারণত ৩ থেকে ৫ দিন স্থায়ী হয় এই ব্যথা।

২. শুকনো কাশি

একটানা শুকনো কাশি এই রূপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে রাতে কাশি বেড়ে গিয়ে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কাশির সঙ্গে বুকে ব্যথা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

৩. তীব্র ক্লান্তি ও অবসাদ

শুধু সাধারণ ক্লান্তি নয়, বরং একধরনের গভীর অবসাদ অনুভূত হয় যা বিশ্রামের পরেও কাটে না। অনেকক্ষেত্রে এই ক্লান্তি এক থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

৪. মাথা ভার ও নাক বন্ধ বা সর্দি

কপাল ও মাথার পাশে ভারী অনুভূতির সঙ্গে নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই সাধারণ লক্ষণ। অনেকসময় এর সঙ্গে হালকা জ্বর বা শরীরে ব্যথাও অনুভূত হয়, যা সাধারণ মৌসুমী অ্যালার্জি থেকে পৃথক।

৫. শরীর ব্যথা

জয়েন্ট ও বড় পেশীতে ব্যথা বা টান অনুভূত হয়। সাধারণত সংক্রমণের প্রথম ৪৮ ঘণ্টায় এই ব্যথা বেশি তীব্র হয়।

৬. মাথাব্যথা

মাথার চারপাশে চাপ অনুভব হওয়া এই ভ্যারিয়েন্টের আরেকটি লক্ষণ। সাধারণ ওষুধে কিছুটা উপশম হলেও, যদি এটি অন্যান্য ঠান্ডাজনিত উপসর্গের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে কোভিড পরীক্ষা করা উচিত।

৭. হজমজনিত সমস্যা

অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব, হালকা ডায়রিয়া বা ক্ষুধামন্দা দেখা যায়। কখনও কখনও কাশি বা সর্দির আগেই এই উপসর্গগুলো শুরু হতে পারে।

সাতটি সতর্ক সংকেত

এই লক্ষণগুলির এক বা একাধিক দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত পরীক্ষা করানো এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহার, হাত পরিষ্কার রাখা এবং ভিড় এড়িয়ে চলা এই সংক্রমণ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

সুস্থ থাকতে রোজ খান কিশমিশ

আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্দি-কাশি, জ্বর সহ নানা সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় সামান্য পরিবর্তন আনলেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কিশমিশ অত্যন্ত উপকারী।

কিশমিশে রয়েছে প্রচুর পুষ্টিগুণ এবং প্রাকৃতিক শর্করা, যা শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। এটি ক্লান্তি দূর করে এবং শক্তির মাত্রা দ্রুত বাড়ায়। কিশমিশে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র্যা ডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে।

নিয়মিত কিশমিশ খাওয়া হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, হজমশক্তি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এছাড়া এতে থাকা ফাইবার হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কিশমিশে রয়েছে পর্যাপ্ত আয়রন, যা রক্ত উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে রক্তাল্পতায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী। পাশাপাশি এতে থাকা ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স শরীরের বিপাকক্রিয়া উন্নত করে এবং সামগ্রিক শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। হাড়ের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কিশমিশ কার্যকর। এতে থাকা ক্যালসিয়াম ও বোরন হাড়কে মজবুত করে আর পটাসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। শুকনো কিশমিশের তুলনায় ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খাওয়া বেশি উপকারী। কারণ এতে পুষ্টিগুণ শরীরে সহজে শোষিত হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত কিশমিশ খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল থাকতে পারে। এছাড়া এর প্রাকৃতিক উপাদান মুখের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া কমিয়ে দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও সাহায্য করে। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে কিশমিশ খাওয়া শরীরকে প্রাকৃতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতায় সহায়তা করে।

মাশরুম-বার্লি ও ভাজা অ্যাসপারাগাস স্যালাড

পুষ্টিকর ও হালকা খাবারের খোঁজে থাকলে মাশরুম-বার্লি ও ভাজা অ্যাসপারাগাস স্যালাড হতে পারে আপনার আদর্শ চয়েজ। সহজ উপকরণে তৈরি এই পদটি যেমন সুস্বাদু, তেমনি স্বাস্থ্যকর। রইল রেসিপি।

সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর

উপকরণ

বার্লি
মাশরুম
অ্যাসপারাগাস
পেঁয়াজ কুচি
গাজর
ক্যাপসিকাম কুচি
থাইম
পার্সলে কাণ্ড
তেজপাতা
লেবুর খোসা
নুন স্বাদমতো
গোলমরিচ
লেবুর রস
মাস্টার্ড অয়েল
অলিভ অয়েল

প্রণালী

প্রথমে একটি পাত্রে বার্লি নিয়ে পর্যাপ্ত জল দিয়ে সিদ্ধ করতে দিন। জলে প্রয়োজন মতো নুন, থাইম, পার্সলে কাণ্ড ও তেজপাতা সুতো দিয়ে বেঁধে লেবুর খোসাসহ পাত্রে রাখুন। মাঝেমধ্যে নাড়তে থাকুন। প্রায় আধঘণ্টা পর বার্লি নরম হয়ে এলে তা ছেঁকে নিয়ে ভেষজগুলো ফেলে দিন। এদিকে, একটি বড় বাটিতে মাশরুমের সঙ্গে লেবুর রস ও নুন মিশিয়ে নিন। একটি ছোট বাটিতে লেবুর রস, সর্ষে, নুন ও গোলমরিচ দিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এবার তাতে অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটি মসৃণ ভিনাইগ্রেট তৈরি করে পেঁয়াজ যোগ করুন। এবার বার্লি, মাশরুম একসঙ্গে মিশিয়ে ওতে কুচোনো সবজি যোগ করে প্রায় এক ঘণ্টা রেখে দিন। ওভেন ৪৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে প্রিহিট করুন। একটি বেকিং প্যানে অ্যাসপারাগাস ছড়িয়ে অলিভ অয়েল ও নুন দিয়ে মিশিয়ে নিন। হালকা বাদামি ও নরম না হওয়া পর্যন্ত ১০ মিনিট ভাজুন। একটি থালায় অ্যাসপারাগাস সাজিয়ে তার ওপর পরিবেশন করুন বার্লি স্যালাড।

পুষ্টিগুণ

ক্যালোরি: ২৫৮
মোট ফ্যাট: ১৪ গ্রাম
স্যাচুরেটেড ফ্যাট: ২ গ্রাম
প্রোটিন: ৭ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট: ২৯ গ্রাম
চিনি: ৪ গ্রাম
ফাইবার: ৮ গ্রাম
কোলেস্টেরল: ০ মিলিগ্রাম
সোডিয়াম: ৬৮৯ মিলিগ্রাম

আপনার রোজকার স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে এই স্যালাড হতে পারে একটি চমৎকার সংযোজন।

৪-চিজ স্ক্যালপড আলু

ঘরোয়া রান্নায় একটু নতুনত্ব আনতে চাইলে আজই বানিয়ে ফেলুন ৪-চিজ স্ক্যালপড আলু। সহজ উপকরণে তৈরি এই পদ যেমন সুস্বাদু, তেমনই সহজ এর রন্ধনশৈলী। ছোটখাটো ঘরোয়া পার্টি হোক কিংবা রোজকার সন্ধ্যাকালীন আড্ডা, সবেতেই এই খাবার পছন্দ হবে সকলেরই।

উপকরণ

পাতলা করে কাটা আলু
মোজারেলা চিজ
এশিয়াগো চিজ
র্যা কলেট চিজ
পার্মেসান চিজ
মাখন
রসুন
ফ্রেশ ক্রিম
গোলমরিচ
জায়ফল
তেজপাতা
স্বাদমতো নুন

রান্নার প্রণালী

কীভাবে বানাবেন ৪-চিজ স্ক্যালপড আলু ?

প্রথমে ওভেন ৪২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে প্রিহিট করে নিন। এবার একটি বেকিং ডিশে মাখন ব্রাশ করে রসুন দিয়ে ঘষে নিন। অন্যদিকে, মোজারেলা, এশিয়াগো ও র্যা কলেট চিজ একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। একটি প্যানে আলুর অর্ধেক অংশ ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর নুন, মাখন, চিজের মিশ্রণ ও গোলমরিচ দিন। একইভাবে বাকি আলুগুলো স্তরে স্তরে সাজিয়ে আবার মশলা দিন। এরপর ক্রিম ঢেলে তার সঙ্গে জায়ফল ও তেজপাতা দিয়ে কয়েক মিনিট হালকা ফুটিয়ে নিন। এবার বেকিং ডিশে ঢেলে উপর থেকে পার্মেসান ও বাকি চিজ ছড়িয়ে প্রায় ২৫ মিনিট বেক করুন। উপরের অংশ একটু সোনালি ও মচমচে হয়ে এলে ওভেন থেকে বের করে নিন। ৫ মিনিট রেখে দিয়ে তেজপাতা তুলে গরম গরম পরিবেশন করুন এই সুস্বাদু পদ।

মসজিদের মাইকে বিপদের বার্তা

দিনহাটার ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ফজরের নামাজের আজান দিতে গিয়েই চোখে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। এক মুহূর্ত দেরি না করে মসজিদের মাইকে বিপদের বার্তা ছড়িয়ে দেন রবিউল ইসলাম। তাঁর সেই তৎপরতায় দ্রুত ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। সম্প্রতি এই ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরটারি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোরবেলায় নামাজ পড়তে এসে পাশের একটি হিন্দু পরিবারের বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন রবিউল ইসলাম। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের মাইক ব্যবহার করে অগ্নিকাণ্ডের খবর জানান এবং সাহায্যের আবেদন করেন। মসজিদে মোবাইল ফোন না থাকায় তিনি দ্রুত বাড়িতে গিয়ে দমকল বিভাগে খবর দেন।

খবর পেয়ে দিনহাটা দমকল কেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়দের সক্রিয় সহযোগিতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাড়ির মালিক পলি ঘোষের কথায়, "আমরা স্বামী-স্ত্রী ও এক সন্তান সহ তিনজনের পরিবার। ঘটনাচক্রে ওই সময় আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না। ভোরে ফোনে খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, বুঝতে পারছি না।"

রবিউল ইসলাম বলেন, "নামাজ পড়তে এসে দেখি পাশের বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে সবাইকে জানাই। পরে বাড়িতে গিয়ে দমকলে ফোন করি। তারপর সবাই মিলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি।" প্রাথমিকভাবে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করছেন দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বামফ্রন্টের মিছিল

চার প্রার্থীর একযোগে মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: গত ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে শক্তি প্রদর্শন করলেন। জেলা পার্টি অফিস থেকে শুরু হওয়া বিশাল মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে পরিক্রমা করে দপ্তরে পৌঁছায়।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে দিলীপ সিং, রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে খরেন্দ্রনাথ রায়, ময়নাগুড়ি বিধানসভা থেকে সুদেব রায় ও জলপাইগুড়ি সদর কেন্দ্র থেকে দেবরাজ বর্মনরা তাঁদের দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

বামফ্রন্টের দাবি, এই জনসমর্থন প্রমাণ করে যে মানুষের মধ্যে তাদের প্রতি আস্থা এখনও অটুট রয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রার্থীরা জানান, তাঁরা সাধারণ মানুষের সমস্যা, কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের ইস্যু সামনে রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছেন। তাঁদের আশাবাদ, এই জনসমর্থন আগামী নির্বাচনে জয়ের পথ প্রশস্ত করবে।

এক মিছিলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: নির্বাচনের উত্তাপের মাঝেই শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ছবি। গত ৩০ মার্চ সোমবার সকালে জনসংযোগ ও প্রচারে নামেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন তিনি। পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন।

অন্যদিকে, মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শহরের হিলকার্ট রোড ধরে গুরুনানক চকের দিকে অগ্রসর হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব।

উল্লেখ্য, নিজের জনসংযোগ কর্মসূচির মাঝেই ওই শোভাযাত্রায় যোগ দেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। প্রথমে শোভাযাত্রায় গৌতম দেবকে দেখা গেলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই একই শোভাযাত্রার দ্বিতীয় সারিতে ধর্মীয় পতাকা হাতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় শংকর ঘোষকে।

একই শোভাযাত্রায় দুই বিরোধী প্রার্থীর অবস্থান নির্বাচনী আবহে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করলো।

প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে বিতর্কিত পদ্মশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে কোচবিহারের সিতাই কেন্দ্রের বিজেপির অন্দরবিরোধ তুঙ্গে। গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার সকালে জেলার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন গিরিজা শংকর রায় এবং আশুতোষ বর্মা।

এর মধ্যে সিতাই কেন্দ্রে আশুতোষ বর্মাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ায় একাংশ দলীয় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। গোসানিমারি এলাকার এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে দলীয় বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল।

কিন্তু প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ কর্মীরা সেই বৈঠক ভণ্ডুল করে দেন এবং বিক্ষোভ দেখা। অভিযোগ, বহিরাগত বা 'গ্রেটার' ঘনিষ্ঠ কাউকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেওয়া হবে না। তাঁদের দাবি, প্রার্থী নির্বাচন স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্য থেকেই করা উচিত। সিতাই এলাকার বিজেপি কর্মী তপন কুমার বর্মন বলেন, "কোনও গ্রেটারের প্রার্থী আমরা মানবো না। আমাদের নিজেদের দলের কর্মীদের মধ্য থেকেই প্রার্থী চাই।"

মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিনহাটা মহকুমাশাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমার সময় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহ প্রথমে মনোনয়ন জমা দিতে দপ্তরে পৌঁছান। প্রায় দশ মিনিট পরে একই উদ্দেশ্যে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। দপ্তর চত্বরে আগে থেকেই উপস্থিত দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে দুই প্রার্থীর উপস্থিতি নিয়ে তুমুল স্লোগান যুদ্ধ শুরু হয়। তৃণমূল সমর্থকরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়াতে থাকেন, যার জবাবে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দপ্তর এলাকা জুড়ে আগে থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

মোহরগাঁও চা বাগানে ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে,ততই রাজ্যজুড়ে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। শহর থেকে গ্রাম সব জায়গাতেই এখন স্পষ্ট ভোটের আবহ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকছেন জনসংযোগে। দোরে দোরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছেন তাঁরা।

চম্পাসারি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে প্রচার। কোথাও বড় মিছিল, কোথাও পথসভা, আবার কোথাও ছোট বৈঠকের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রচার পর্বে প্রার্থীরা স্থানীয় সমস্যাগুলিকেই প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরছেন। বিশেষ করে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা এই বিষয়গুলিই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি। অন্যদিকে, গ্রামীণ অঞ্চল এবং চা বাগান এলাকায় প্রচারের আলাদা গুরুত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, মজুরি বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একাধিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতেই গত ২৮ মার্চ শনিবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শিলিগুড়ি সংলগ্ন চম্পাসারি অঞ্চলের মোহরগাঁও চা বাগানে নির্বাচনী প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

ঢাকের তালে ভোটের প্রচারে জুয়েল মুর্মু

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে অভিনব কায়দায় প্রচারে নামলেন বিজেপি প্রার্থী জুয়েল মুর্মু। গত ২৮ মার্চ শনিবার মালদার হবিবপুর বিধানসভা এলাকায় ঢাকের তালে জমজমাট প্রচার চালাতে দেখা যায় তাঁকে।

এদিন বুলবুলচণ্ডী এলাকার একাধিক কালী মন্দিরে পূজার্চনার মধ্য দিয়ে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। মা মঙ্গলচণ্ডী, রক্ষাকালী, সর্বজনীন বাজার কালী, রাহু-কেতু কালী ও বুড়িমা কালী মন্দিরে মোট ১১টি ঢাক বাজিয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় আবহের মধ্য দিয়ে প্রচারের সূচনা এলাকাবাসীর নজর কাড়ে। পুজো শেষে জুয়েল মুর্মু সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রার্থীর দাবি, "মন্দিরে পুজো দিয়ে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছি। সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন করছেন।"

প্রচারে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অচিন্ত্যকুমার সরকার, বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রামেশ্বর মাহাতোসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

সহায়মূল্য ও আবহাওয়ার কারণে বিপন্ন আলুচাষ

বিশেষ প্রতিবেদন

চলতি মরশুমে উত্তরবঙ্গের আলু চাষিদের কপাল পুড়ছে। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে সরকারি সহায়মূল্যে আলু কেনা নিয়ে জটিলতা, এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে দিশেহারা প্রান্তিক কৃষকরা। কৃষি বিপণন দপ্তরের মাধ্যমে হিমঘরগুলির আলু কেনার কথা থাকলেও, এবার সেই প্রক্রিয়া কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এ বছর উত্তরবঙ্গে আলুর ফলন ভালো হলেও শেষ মুহূর্তে জমি থেকে ফসল তোলার আগে প্রবল বৃষ্টিতে দফারফা হয়েছে চাষের। প্রচুর আলু জমিতেই ভিজে নষ্ট হয়েছে। হিমঘর মালিকদের আশঙ্কা, এই 'বৃষ্টিভেজা' আলু মজুত করলে তা দ্রুত পচে গিয়ে বড়সড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফলে সরকারি ঋণে আলু কিনতে অনেক হিমঘরই এবার অনীহা দেখাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের একশোর বেশি হিমঘরের মধ্যে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে।

খোলা বাজারে আলুর দাম এখন তলানিতে, কেজি প্রতি মাত্র ৪ থেকে ৪.৫০ টাকা। অথচ সরকার সহায়মূল্য ঘোষণা করেছে কেজি প্রতি ৯.৫ টাকা। এই বিপুল পার্থক্যের কারণেও হিমঘর মালিকরা ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। কারণ, ভবিষ্যতে বাজার দর বাড়লে সরকার কতটা পাশে দাঁড়াবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ফলে ৩১ মার্চ মরশুম শেষের মুখে দাঁড়িয়েও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ আলু কেনা সম্ভব হয়েছে।

সরকারি প্রকল্পের সুবিধা না পেয়ে অনেক চাষি কম দামেই আলু বিক্রি করে দিচ্ছেন। কৃষি আধিকারিকদের মতে, আলু বেশিক্ষণ ধরে রাখলে পচে যাওয়ার ভয় থাকছে।

তবে কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্য অসম। সেখানে আলুর জোগান শুরু হওয়ায় বাজারে দাম কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96